NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বইয়ের বিনোদনই বইমেলার চোখের বালি!

সন্তানের প্রতি উচ্চাশা এবং বাবা-মায়ের কর্তব্য ৮

কলকাতা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৮ মাঘ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৪১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.02.2025, Vol.18, Issue No. 241 8 Pages, Price 3.00

একলা লড়েই দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ফিরে আসবেন

বছর ঘোরার আগেই আত্মবিশ্বাসী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ফের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দল ক্ষমতায় আসবে। এব্যাপারে নিঃসংশয় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লিতে আপ দুর্গের পতনের পরই বিজেপি নেতারা এবার বাংলার পালা বলে সরব হয়েছেন। যদিও গেরুয়া শিবিরের যাবতীয় তত্ত্ব ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর দাবি বাংলায় তৃণমূলের কোনো বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী তথা রাজ্যের তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে। কারও সাহায্য তাদের প্রয়োজন নেই।

বিধানসভায় তৃণমূল পরিষদীয় দলের সঙ্গে সোমবার বৈঠক করেন মমতা। সূত্রের খবর, সেখানেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬ সালের ভোটে তৃণমূলই দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে। তৃণমূল সূত্রে এ-ও খবর যে, প্রত্যয়ের সঙ্গেই মমতা বিধায়কদের চতুর্থ বার সরকার গঠনের কথা বলেছেন। লোকসভা ভোটের পর থেকেই তৃণমূলের একাধিক নেতা বলতে শুরু করেছিলেন, ২০২৬ সালে বাংলায় ২৫০-র বেশি আসন নিয়ে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা। কিন্তু সেই কথা ছিল মুখপাত্রদের স্তরেই। সোমবার মমতা নিজেই সেই কথা বললেন পরিষদীয় দলের বৈঠকে।

ফাইল চিত্র

গত কয়েক মাসে প্রশাসন ও সংগঠনে মমতার ভূমিকায় স্পষ্ট যে, তিনি বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। সোমবারের বৈঠকে বিধায়কদের সে দিকে লক্ষ্য রেখেই করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী।

শাসক শিবিরের অনেকের মতে, সেই প্রেক্ষিতে মমতা দ্রুত দলের বিধায়কদের জানিয়ে দিলেন যে, দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নিয়ে আবার তৃণমূলই ক্ষমতায় ফিরবে। অনেকের ব্যাখ্যা, মমতা চেয়েছেন দিল্লির ফলাফল এবং তার পরবর্তী সময়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপির নেতাদের আস্ফালন যাতে তৃণমূলের বিধায়কদের উপর কোনও নেতিবাচক না ফেলতে পারে। দলের মধ্যে যাতে আত্মবিশ্বাসের অভাব না তৈরি হয়। পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন মমতা। বস্তুত, মমতা যে ভাবে একা লড়ার কথা বলেছেন, তার মধ্যেও 'বার্তা' রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কংগ্রেস নমনীয়তা দেখালে এই হাল হত না: মমতা

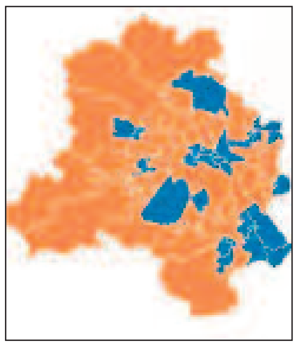

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি বিধানসভার ভোটে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (আপ)-র বিপর্যয়ের জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সমন্বয়ের অভাবকেই দুষলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বস্তুত, বিজেপি-বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের দুই শরিক কংগ্রেস এবং আপের হারের জন্য দু'দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবই দায়ী বলে মনে করেন মমতা। তাঁর বক্তব্য, দিল্লিতে যেমন কংগ্রেস 'অনমনীয়' মনোভাব দেখিয়েছে, তেমনই এর আগে হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে আপ কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলেনি।

দিল্লি বিধানসভার ভোটে ৭০টি আসনের মধ্যে ৪৮টিতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। ২২টিতে আপ। কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি। শনিবার ভোটের ফল প্রকাশের পরে 'ইন্ডিয়া'র শরিক তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু বলেননি। তবে দলের অন্দরে প্রত্যাশিত ভাবেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সোমবার বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে ওই প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। জানান, দিল্লি নির্বাচনে কয়েক শতাংশ ভোটে জিতেছে বিজেপি। কংগ্রেস নমনীয় হয়ে আপের সঙ্গে জোট করলে এমনটা হত না। পাশাপাশিই তিনি জানিয়েছেন, দিল্লিতে কংগ্রেসের মাত্র ৫ শতাংশ ভোট পাওয়ার বিষয়টা খারাপ। পাশাপাশি, হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের হারের প্রসঙ্গও তুলেছেন মমতা। হরিয়ানার ফলাফল প্রসঙ্গে নিয়ে আপকে কাঠগড়ায় তুলে মমতা জানান, হরিয়ানায় আপ যদি কংগ্রেসকে নিয়ে চলত, তা হলে ফল অন্যরকম হত। ওই রাজ্যেও কংগ্রেস-আপ পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে চলেনি।

তবে 'ইন্ডিয়া'র অন্দরে তৃণমূল বরাবরই কংগ্রেসের 'দাদাগিরি'র বিপক্ষে। একাধিক বার এই নিয়ে দলীয় মহলে আলোচনা করেছেন তৃণমূলনেত্রী এবং অন্য প্রথম সারির নেতারা।

দলটা তিনিই দেখে নেবেন! ফের কড়া বার্তা দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত তিন মাসে একাধিক বার বলেছেন, দলে এবং সরকারে তিনিই শেষকথা। সোমবার বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকে সেই কথা আরও এক বার স্পষ্ট করে দিলেন সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুযায়ী তিনি দলের অন্দরে তিরস্কার এবং পুরস্কারের রেওয়াজও চালু করেছেন। পরিষদীয় দলের বৈঠকে কেউ কেউ যেমন হুঁশিয়ারির সঙ্গে তিরস্কৃত হয়েছেন, তেমনই কেউ কেউ পুরস্কৃতও হয়েছেন স্বয়ং দলনেত্রী তাঁর কাজের প্রশংসা করায়।

পাশাপাশিই, পরিষদীয় দলকে মমতা বলেছেন বুথ এবং ব্লক স্তরে কারা দলের দায়িত্বে থাকবেন, সে ব্যাপারে বিধায়কেরা যেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কাছে তাঁদের পরামর্শ পাঠান। আলাদা ফাইল করে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অরূপের কাছে সেই নামগুলি জমা দিতে বলেছেন মমতা। জানিয়েছেন, তার পরে তিনি সবটা দেখে নেবেন। প্রতিটি স্তরের জন্য তিনটি করে নাম চেয়েছেন মমতা। যার ফলে ফের এক বার তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদলের জল্পনা উস্কে উঠেছে।

সূত্রের খবর, পরিষদীয় দলের বৈঠকে মমতা বলেছেন, দল তিনিই দেখে নেবেন। সেই 'দেখে নেওয়া'র ফলিত রূপ হিসেবে নির্দেশ দিয়েছেন, দলে সকলকে নিয়েই চলতে হবে। দলীয় বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলা যাবে না। বিধায়কদের উদ্দেশে মমতা বলেছেন, এক বার ভুল করলে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু বার বার ভুল করলে ক্ষমা করা যায় না। সম্প্রতি তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এবং নারায়ণ গোস্বামী দলকে বিড়ম্বনায় ফেলে নিজেরা বিপাকে পড়েছিলেন। দু'জনকেই শো কজ করেছিল দল। তাঁদের লিখিত ভাবে সেই শো কজের জবাবও দিতে হয়েছে। আবার জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্ত স্থানীয় স্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন। বিবেককে চিত্তরঞ্জন কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মমতা বিশেষত কারও নাম না করলেও বৈঠকে উপস্থিত বিধায়কদের ধারণা, তিনি হুমায়ুন, নারায়ণ, বিবেকদের উদ্দেশেই ওই কথা বলেছেন।

সম্প্রতি দলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে 'তোলাবাজি' করার অভিযোগ এনে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। তা নিয়ে জলঘোলা শুরু হতেই দ্রুত রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে চিঠি লিখে ক্ষমা চান মদন। তার নেপথ্যে যে মমতার 'নির্দেশ' ছিল, তা স্পষ্ট হয়েছিল। সূত্রের খবর, পরিষদীয় দলের বৈঠকে মদনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মমতা। জানিয়েছেন, মদন ভুল করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।

বেশ কয়েক জন বিধায়ককে অবশ্য সরাসরি মমতার রোষানলে পড়তে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বরাবনির বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। বিধানকে মমতা বলেছেন, তাঁর নামে যা যা অভিযোগ উঠছে, তাতে কান পাতা দায় হয়ে পড়ছে! পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য বিধানকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। দিনহাটার বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে সংবাদমাধ্যমের সামনে বেশি কথা বলতে বারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সর্বোচ্চ নেত্রী। মানিকচকের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রকে বলেছেন, জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর সঙ্গে সমস্যা মিটিয়ে নিতে।

প্রশংসিতও হয়েছেন কেউ কেউ। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফের উদাহরণ দিয়ে বৈঠকে মমতা বলেছেন, তিনি যেমন বুথে বুথে ঘুরে কাজ করেন, সে ভাবে সকলকেই কাজ করতে হবে। মোশারফ দলের সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্বেও রয়েছেন। সম্প্রতি আমলা পিবি সেলিমকে সরিয়ে মোশারফকেই সংখ্যালঘু বিত্তনিগমের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।

সঙ্গমে পুণ্য-ডুব রাষ্ট্রপতির

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর এবার মহাকুম্ভে আস্থার ডুব দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আঁটোসাটো নিরাপত্তায় সোম সকালে প্রয়াগরাজের ত্রিবেণী সঙ্গমে উপস্থিত হন রাষ্ট্রপতি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ও রাজ্যপাল আনন্দীবেন প্যাটেল। রাষ্ট্রপতির পুণ্যস্নানের সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। স্নানের জন্য নির্ধারিত ঘাটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সঙ্গমে ডুব দেন রাষ্ট্রপতি। স্নান সেরে এদিন হনুমান মন্দিরে পুজো দেন দ্রৌপদী মুর্মু।

বাজেট অধিবেশনের ভাষণে রাজ্যের প্রশংসা রাজ্যপালের

ক্ষোভ প্রকাশ করে সরব বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের দেওয়া ভাষণ পাঠ করে অধিবেশনের সূচনা করেন রাজ্যপাল। সেই অনুযায়ী রাজভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১১ পাতার বক্তৃতা। সোমবার বাংলায় সেই বক্তৃতা পাঠ করেন রাজ্যপাল বোস। তাঁর ভাষণের আগে বিধানসভায় রাজ্য সঙ্গীত গাওয়া হয়। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ভাষণ শেষ করেন রাজ্যপাল।

বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। সূচনা ভাষণে বাংলার ঢালাও প্রশংসা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, সদ্য শেষ হওয়া বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যপালের বদলে যাওয়া রূপেই রেগে আগুন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিৎকার করে রাজ্যপালকে থামানোর চেষ্টা করেন তিনি। বাজেট অধিবেশনের শুরুতে বাংলায় বক্তৃতা পাঠ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় আরজি করের প্রসঙ্গ ছিল না। যা নিয়ে বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপির মহিলা বিধায়কেরা। রাজ্যপালের ভাষণ চলাকালীনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে ফেলার অভিযোগে সরব হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার রাজ্য সরকারের দেওয়া ভাষণ পাঠ করে বিধানসভার অধিবেশন ছেড়েছেন রাজ্যপাল।

এদিন তিনি বিধানসভায় বলেন, 'আর্থিক অপ্রতুলতা এবং কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার আমাদের গ্রামীণ ভাইদের জন্যে কর্মসংস্থান ও আবাসন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থেকে পিছু হটেনি। এবং সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব তহবিল থেকে কর্মশ্রী ও বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করেছে। আমি সরকারের প্রাণবন্ত ও সহৃদয় নেতৃত্বের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আস্থাশীল। আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এই রাজ্য সমস্ত ক্ষতিকর ও নেতিবাচক সংকট পরাস্ত করে এক প্রতিশ্রুতিময় আগামী দিনের লক্ষ্যে অগ্রসর হবে।' বলেন, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। আমি অত্যন্ত গর্বিত যে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, দীপাবলি, ইদ, বড়দিন, বুদ্ধজয়ন্তী, গুরুনানক জয়ন্তী, মহাবীর জয়ন্তী, ছটপুজো, গঙ্গাসাগর মেলা-সহ অন্যান্য সবকটি প্রধান উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে ও যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে।' রাজ্যের একের পর এক প্রশংসা শুনে স্বাভাবিকভাবে বিরক্ত হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রীতিমতো চিৎকার করে ওঠেন। কারও কারও মতে, বেশ উদ্ধত ভঙ্গিমায় রাজ্যপালকে চুপ করতে বলেন শুভেন্দু।

বিজেপির অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের বক্তৃতায়। ওই প্রকল্পকে 'জলস্বপ্ন' বলে দেখানো হয়েছে। রাজ্যপাল ভাষণের সেই অংশ পাঠ করতেই প্রতিবাদ করে ওঠেন শুভেন্দু। ভাষণের মাঝেই তিনি জানান, আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে আরজিকরের ঘটনার উল্লেখ নেই। এই ঘটনায় ১৫দিনের মধ্যে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে বলে অপরাজিতা বিলে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে ঘটনার পর অন্তত ১০টির বেশি শিশু কন্যাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। তার কোনও উল্লেখ রাজ্যপালের ভাষণে নেই। দুর্গাপুজো,কালীপুজোয় মূর্তি ভাঙা, কার্তিক পুজোয় মুর্শিদাবাদে বেলডাঙার ঘটনা এবং সরস্বতী পূজার ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই। রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রকল্পের নাম বদলে দিয়েছে। এর আগেও তারা এই কাজ করেছিল, দাবি শুভেন্দুর। তিনি জানান, এর আগে প্রকল্পের নাম বদল নিয়ে কথা উঠলে কেন্দ্রের কাছে ভুল স্বীকার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেই সময়ে জল প্রকল্পে কেন্দ্র টাকা বরাদ্দ করে দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপালের ভাষণে আবার একই কাজ করায় কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রককে অভিযোগ জানাবেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিআর পাটিলকে ইমেলও করেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্পের নাম সংশোধন না-করলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ভাষণ শেষে রাজ্যপাল বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁর সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির মহিলা বিধায়কেরা। ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল, শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, চন্দনা বাউড়ি, তাপসী মণ্ডল এবং সুমিতা সিংহ। কেন আরজি করের প্রসঙ্গ রাজ্যপালের বক্তৃতায় উল্লেখ পর্যন্ত করা হল না, প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

২৬ হাজারের চাকরি বাতিলের শুনানি শেষ, রায় স্থগিত সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় আসল তথ্য জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার মামলার শুনানি পর্ব শেষ করার আগে এ কথা জানালেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। এ অবস্থায় আদালত কী করতে পারে, তা নিয়েও প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। সোমবার এই মামলায় বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য শোনে সুপ্রিম কোর্ট। তবে কারও বক্তব্যেই নতুন কিছু উঠে এল না। সিবিআই জানাল, তারা চাইছে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের রায়ই বহাল থাকুক। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) জানাল, 'র‌্যাঙ্ক জাম্প' এবং প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য থাকলেও ওএমআর শিট কারচুপির তথ্য তাদের কাছে নেই। সরকার পক্ষ জানাল, এত জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।

সোমবার দুপুর ২টোয় শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি খান্নার এজলাসে শুনানি শুরু হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে শুনানি। শুনানি শেষে রায়দান স্থগিত রেখেছেন প্রধান বিচারপতি। সিবিআই সোমবার জানায়, এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতি

হয়েছে বলে মনে করছে তারা। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় হাইকোর্টের রায়কেই সমর্থন করছে তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, 'নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি হয়েছে। হাইকোর্টের রায় যথার্থ। ওই রায়ই বহাল রাখা হোক।' এই মামলায় অন্যতম সমস্যা হল যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করার ক্ষেত্রে সমস্যা। কত জন যোগ্য এবং অযোগ্যকে বাছাই করা হয়েছে, তা নিয়েও এসএসসিকে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। তাতে কমিশনের আইনজীবী জানান, 'র‌্যাঙ্ক জাম্প' এবং প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের তথ্য তাঁদের কাছে রয়েছে। কিন্তু ওএমআর শিট কারচুপির তথ্য কমিশনের কাছে নেই।

সে কথা শুনে প্রধান বিচারপতি খন্না বলেন, 'সমস্যা তো এখানেই। পঙ্কজ বনসলের সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে আপনাদের তথ্য মিলিয়ে দেখেননি। আপনারা বলতে পারছেন না কোনটি আসল তথ্য। কিন্তু সিবিআইয়ের তথ্য গ্রহণ করলে বলতে হবে বনসলের তথ্য আসল। উল্টো দিকে অন্য পক্ষ বলছেন, তাঁদের নম্বর আসল। বনসলের তথ্যে সঠিক নয়।' প্রধান বিচারপতি জানান, সমস্যা হল আসল ওএমআর শিট নেই। সে ক্ষেত্রে কোন ওএমআর শিটকে আসল বলে ধরে নেওয়া হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি।

পীঠে বাঘে-মানুষে টানাটানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘে মানুষে টানাটানি। বাঘের মুখে বনকর্মী। লোকালয়ে ঢুকে বনকর্মীর উপরে হামলা বাঘের। কামড়ে ধরল বনকর্মীকে। লাঠির আঘাত খেয়েও ছাড়তে চাইল না বনকর্মীকে। ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে মৈপীঠে। জখম বনকর্মীর চিকিৎসা চলছে এসএসকেএমে। জানা গিয়েছে, গতকালই মৈপীঠে ঢুকে পড়েছিল বাঘটি। পায়ের ছাপ দেখেই রাতে জাল পাতা হয়। সকালে যখন বাঘের সন্ধানে বেরন বনকর্মীরা, এমন সময়ে সর্ষের ক্ষেত থেকে বেরিয়ে আসে বাঘটি। বনকর্মীদের একদম সামনে চলে আসে বাঘটি। সোজা এক বনকর্মীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে বাঘটি। তাঁকে বাঁচানোর জন্য লাঠি দিয়ে আঘাত করা হলেও, ভয়ঙ্কর কামড়ে ধরে রেখেছিল বনকর্মীকে। শেষ পর্যন্ত বনকর্মীকে কোনওমতে উদ্ধার করা হয়। প্রথমে কুলতলির ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। পরে এসএসকেএমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

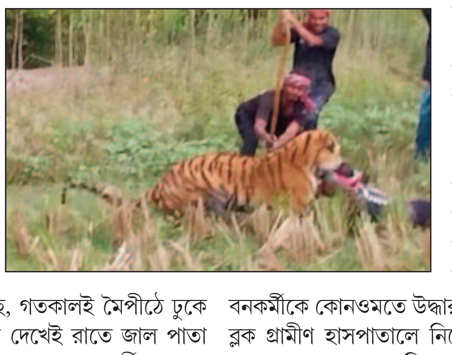

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Sanajit Chanda S/o. Sadhan Chanda ম্যাধমিক এ্যাডমিট কার্ড ও শিক্ষা শংসাপত্রে আমার নাম Sanojit Chand আছে। পিতার নাম Sadhan Chand আছে ৩০/০১/২০২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আমার আসল নাম Sanajit Chanda এবং আমার পিতার আসল নাম Sadhan Chanda হইল।

নাম-পদবী

আমি আকিবুল সেখ পিতা- জিয়ার আলি সেখ সাং ও পোষ্ট- শালিগ্রাম, থানা- নাকাশী পাড়া, জেলা-নদীয়া পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম নজরুল সেখ আছে। ইং- ১০-০২-২০২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে আকিবুল সেখ ও নজরুল সেখ উভয় একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

05/02/25 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে Sushen Baoyalee S/o. Sudhir Baoyalee ও Sushen Bawali S/o. Sudhir Bawali উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Kajal Palit স্বামী late Jaharlal Palit, নিবাস B-44, নিরঞ্জন পল্লী, কোল-৭০. ভুলবশত ভোটার কার্ডে আমার নাম আছে Palit Dipu স্বামী Jaharlal. গত ৬.২.২০২৫ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে আমি Kajal Palit স্বামী late Jaharlal Palit এবং Palit Dipu স্বামী Jaharlal একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৫ নং এফিডেভিট বলে Prashanta Patra S/o. Shyamapada Patra ও Patra Prashanta, Prasanta Patra S/o. Shyamapada, S. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮২৬ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Samaddar S/o. Santosh Kumar Samaddar ও Ashok Kr. Samaddar S/o. Lt. S. Kr. Samaddar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই ফেব্রুয়ারি। ২৮ শে মাঘ। মঙ্গল বার। চতুর্দশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, **MOUSUMI MONDAL,** wife of Motaleb Mondal, Daughter of Esahaque Ali Mondal, Residing at N/5/8, Jessore Road, Near Masjid, Banamalipur, P.o. & P.s.- Barasat, Kolkata–700124.
That my father MD ESHAQUE ALI MONDAL (Old Name) and this name has been recorded in my Madhyamik Certificate.
That my father ESAHAQUE ALI MONDAL (New Name) and this name has been recorded in my Voter Card, being No. LLR2953941, PAN Card, being No. GXXPM7088G and also in my Aadhaar Card, being No. 5390 4112 6848.
That my father MD ESHAQUE ALI MONDAL (Old Name) and ESAHAQUE ALI MONDAL (New Name) is the same and one identical person in the eye of Law as declared before the Ld. 2nd J.M. court at Barasat, Vide Affidavit on 10/02/2025, Serial No. 1073.

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৯ নং এফিডেভিট বলে Mansur Ali S/o. Asgar Ali ও Sk Mansur Ali S/o. Sk A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১১১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sahil Tanveer ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rabiul Haque ও R. Haque উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Kundu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Akhil Kundu ও A. Ch. Kundu উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৯৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Asraf Ali S/o. Sekh Lokman Ali ও Asraf Ali Mandal S/o. H. L. Mandal, Haji Lokman Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৮ নং এফিডেভিট বলে Mirazur Rahaman S/o. Abdur Rahaman ও Md. Mirajur Rahaman S/o. Md. A. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০৫৯ নং এফিডেভিট বলে Girish Chandra Mandal S/o. Bidhubhushan Mandal ও Girish Mondal S/o. B. B. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী মনোজিৎ হাজরা পিতা শ্রী মহাদেব হাজরা, সাকিম লেলিন পল্লি, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয় বিগত ইং ২৯/১২/২০২০ তারিখে সম্পাদিত ও ০৬/০১/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-II হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0074/2021 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী রাম প্রবেশ** সিং, পিতা শ্রী রমাকান্ত সিং সাকিম পূর্বায়ন, মানষপুর রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 30/09/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11619/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী রাহুল সিং** পিতা রাম প্রবেশ সিং, সাকিম পূর্বায়ন, মানষপুর রোড, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়কে ০.০১৮ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, ৮ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৭২৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬০৬ নং তথা হাল এল.আর. ১১০৬/১৭০৪ নং দাগে ভিটি ষোল আনায় ০.০৩৫ একর তন্মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ০.০১৮ একর বা ০১ কাঠা ০২ ছটাক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী রাহুল সিং** পিতা রাম প্রবেশ সিং, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

নাম-পদবী

গত ১০/০২/২৫ S.D.E.M, সদর হুগলী, কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Narayan Kumar Burman (old name) S/o. Bachindra Chandra Barman R/o. 18 Bigha, Basudevpur, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Narayan Kumar Barman (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Narayan Kumar Burman & Narayan Kumar Barman S/o. Bachindra Chandra Barman উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর ও অফিসে নিম্ন লিখিত ‘ল’ ক্লার্কস’ কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ‘ল, ক্লার্কস্ রাজ্য কাউন্সীল অফিস- শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭ম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কোলকাতা- ৭০০০১৪, ঠিকানায় তাঁহার নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন উপরোক্ত ঠিকানায় কাউন্সীল অফিসে। জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কোতোয়ালী, সাং- উদয়পল্লী ৪ নং ওয়ার্ড সুমিত বোস।

Adhir Manna
President
A.I.L.C.F.
West Bengal State
09/02/2025

বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) রেকাত আলি মন্ডল, পিতা এতবার আলি মন্ডল, ২) কুলশন বেওয়া, স্বামী বানেজ মন্ডল, ৩) মজিবর রহমান মন্ডল, ৪) আয়ব আলি মন্ডল ৫) সাহেব আলি মন্ডল সকলের পিতা বানেজ মন্ডল, ৬) সুবরা বিবি, স্বামী জালালউদ্দিন বিশ্বাস, ৭) কাকলী বিশ্বাস স্বামী মাইনুল ইসলাম মহাশয়গনের পক্ষে A.D.S.R Domkal রেজিষ্ট্রীকৃত ২০১৪ সালে IV-81 নং দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার সাফিদুল ইসলাম, পিতা আলিবক্স মন্ডল থানা ডোমকল নিম্ন তপশিল বর্নিত সম্পত্তি ১) সাইনুদ্দিন সেখ ২) মাইনুদ্দিন সেখ উভয়ের পিতা নওসাদ সেখ জেলা মুর্শিদাবাদ নিবাসি মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় কোবলা ১০০০৪ সাল ২৬/০৮/১৪ ও ১১৯৪৩ সাল ০৭/০৯/১৭ ও ১১০৫৩ সাল ২৫/০৭/২২ দলিল বলে বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ডোমকল B.L & L.R.O অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। তপশিল সম্পত্তির পরিচয় :- থানা ডোমকল, মৌজা মোসিমপুর, জে.এল ৯, সাঃ খঃ ৫১৭, হাল খঃ এল.আর ১৭২, ৩৪৯, ৫৯৩, ৭৯৪, ৯৪৪, ১১৪৮, ১১৭১, সাঃ দাগ আর.এস ৫৮৬, হাল দাগ এল.আর ৬৮৬, মোট জমি ৬৫ শতকের মধ্যে বিক্রত সম্পত্তির পরিমান ০.০৮৫৭১ শতক।

আমার মক্কেল প্রনতী চন্দ, স্বামী শ্রী অরূপ চন্দ গত ইং ২০১৩ সালে ডি. এস.আর. হাওড়া অফিসে বুক নং-৪, বিয়িং নং-৩৭০ / ২০১৩, পাতা নং. ৪১৮৩ থেকে ৪১৯৩ নং. আমমোক্তারনামা দলিল মূলে প্রদীপ ঘোষ, পিতা- ৺নিত্যানন্দ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে ধাড়সা মৌজায় হাল দাগ-৩৫৭, হাল খতিয়ান নং.- ১৩১৭, ৪৫৮৬, ৪৫৮৭ নং দাগে ০.০৩৩৭ একর পরিমান জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে বালি-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মেহবুব আলম পিতা মহঃ তাশির, পাঁচবেড়িয়া মৌজায়, সাহাজাহান খাতুন স্বামি শেখ ইসরাইল এর নিকট ২.৭০ডেঃ জায়গা ক্রয় করেছে, DEED NO 601/25, কিন্তু সাহাজাহান খাতুন আমোক্তার-নামা (IV-105/18) দিয়ে মহম্মদ সরফরাজ পিতা মহম্মদ আফজল এর নিকট হইতে ক্রয় করে ২৩/০৫/২০১৮ তে, DEED NO 3534/18, তার জায়গার JL NO 233, আর. এস. দাগ ২০৪, এল. আর. দাগ ৮৭৮, আর. এস. খতিয়ান ৪২২/৩, এল. আর. খতিয়ান ৮৮, এখন মেহবুব আলম এর নামে রেকর্ড করাতে চায়, জমির মালিকানার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে সত্তর জানাতে হবে (১৫ দিনের মধ্যে), নচেৎ অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না, মোবাইল মারফৎ জানাতে পারে,

RAJAN GUPTA
Advocate
Regn.No-F/300/2008
Mob-No- 9851419223

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **১) শ্রী তমাল সরকার,** পিতা- মৃত নারায়ণ চন্দ্র সরকার, **২) শ্রীমতী দিপ্তী সরকার,** স্বামী- মৃত নারায়ণ চন্দ্র সরকার, উভয়ের সাং- মনিরামপুর গর্ভমেন্ট কলোনী, পোঃ ও থানা- ব্যারাকপুর, কোলকাতা- ৭০০১২০, তাহাদের সম্পত্তি যাহার মৌজা- সুখচর, থানা- খড়দহ, ডেভেলপ করিবার জন্য গত ইংরাজী ১২/০৫/২০২৩ তারিখ **গ্রান্ড কি রিয়েলেটর্স কনসার্ন** যাহার সাং- ১২/১ হাতেম মুন্সী লেন, পোঃ ও থানা- বরানগর, কোলকাতা- ৭০০০৩৫, এর সহিত একটি ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট করেন যাহা কোলকাতা এ.আর.এ.-৪ অফিসে ১২/০৫/২০২৩ তারিখে রেজিষ্ট্রী হয়, যাহার বুক নং-১, ভলিয়ুম নং- ১৯০৫-২০২৩, যাহা ৩২৫৮৮০ থেকে ৩২৫৯১৬ পাতায় নকলীকৃত **১৯০৪০৬৬১৫ নং দলিলমূলে** লিপিবদ্ধ আছে।
এরপর উক্ত ডেভেলপার উক্ত ডেভেলপ এগ্রিমেন্টের শর্ত সঠিকভাবে পালন না করার জন্য আমার মক্কেল একটি রেজিষ্ট্রী চিঠি উক্ত ডেভেলপারকে প্রদান করেন। উক্ত ডেভেলপ এগ্রিমেন্ট বাতিল করার জন্য এবং উক্ত চিঠিটি আমার মক্কেলের কাছে ফিরে আসে, কারন ডেভেলপার উক্ত ঠিকানায় না থাকার জন্য।
এমতাবস্থায়, সকলকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ডেভেলপার আমার মক্কেল বা তাহার নিম্নলিখিত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে আপোষ মিমাংসা না করেন তাহা হইলে ধরে নেওয়া হবে উক্ত ডেভেলপার ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্টের শর্তানুযায়ী আমার মক্কেলের সম্পত্তি ডেভেলপ করতে রাজী নয়।
তারিখ- ০৭/০২/২০২৫

ইতি- **শ্রী অজিত সিং**
আইনজীবী, ব্যারাকপুর কোর্ট
মোবাইল নং- ৯০৬২১১৬৬৮৮.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী সুরজিৎ আদক পিতা ৺প্রসাদ আদক সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয় বিগত ইং 21/11/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10661/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী ধ্রুব সাগর** পিতা ভোলা প্রসাদ যাদব সাকিম ৮৯ নেতাজী নগর সাঁপুইপাড়া, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা বালী, হাওড়া-৭১১২২৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি/করিতেছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা আলিপুর, সাবেক ৩৩ ও হাল ৪৮ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৩/১ নং খতিয়ান হইতে আগত হাল ১৮৬১ নং খতিয়ানে, সাবেক ২৮ তথা হাল ৫৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৫ শতক মধ্যে ০.৯২৭৩ অংশে ৫১ শতক সম্পত্তি অত্র আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদার পর বর্তমান ক্রেতাগণ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী ধ্রুব সাগর**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

প্রকাশ থাকে যে, **ক) শ্রী অনল কান্তি সিংহ রায়** পিতা কমলকান্তি সিংহরায় সাকিম ধেমুয়া, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয় বিগত ইং 27/12/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-14992/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ০৭.৩০ শতক এবং **খ)শ্রী স্বপন কুমার ধাড়া** পিতা হারাধন ধাড়া সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয় বিগত ইং 03/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0118/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ১৪ শতক, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী ধ্রুব সাগর** পিতা ভোলা প্রসাদ যাদব সাকিম ৮৯ নেতাজী নগর সাঁপুইপাড়া, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা বালী, হাওড়া-৭১১২২৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি/করিতেছি।
তপশিল – ক)জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, **মৌজা মাকালপুর,** সাবেক ৩০ ও হাল ৩৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৭৮৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩৬৯ তথা হাল ৫০১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬০ শতকের মধ্যে ০.৮০৭৯ অংশে ৪৯ শতক তন্মধ্যে ০৭.৩০ শতক এবং খ)জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, **মৌজা আলিপুর,** সাবেক ৩৩ ও হাল ৪৮ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৯৪ নং খতিয়ানে, সাবেক ২০৭৪ তথা হাল ৬৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪০ শতকের মধ্যে ০.৬৮৭৫ অংশে ২৮ শতক তন্মধ্যে ০.৩৪৩৮ অংশে ১৪ শতক পরিমিত সম্পত্তি, উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদার পর বর্তমান ক্রেতাগণ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী ধ্রুব সাগর**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী কাশীনাথ সাঁতরা ২)শ্রী তারকনাথ সাঁতরা, ৩)শ্রী অরুন সাঁতরা, ১ ও ২ নং এর পিতা ৺সতীশ চন্দ্র সাঁতরা ও ৩নং এর পিতা ৺হারাধন সাঁতরা, সকলের সাকিম নাকিড়াপাড়া, পোড়াবাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয়গণ বিগত ইং 31/10/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10188/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী সুরজিৎ আদক** পিতা ৺প্রসাদ আদক সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি/করিতেছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা নাকিড়াপাড়া, ২০৯ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৫, ৭৪ ও ৯১৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৫০ তথা হাল ৬১০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১১ শতক মধ্যে ০.৯০৬০ অংশে ১০ শতক সম্পত্তি অত্র আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদার পর বর্তমান ক্রেতাগণ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী সুরজিৎ আদক**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

প্রকাশ থাকে যে, **ক) শ্রী জয়দেব ঘোষ** পিতা নিতাই ঘোষ ওরফে নিতাই চন্দ্র ঘোষ সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয় বিগত ইং 22/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-0894/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ৪৮ শতক এবং **খ)হালিমা খাতুন** স্বামী আঃ সিদ্দিক চোপদার ওরফে আঃ সিদ্দিক তোপদার সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়া বিগত ইং 29/07/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8712/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে ০৩ কাঠা ১২ ছটাক, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী ধ্রুব সাগর** পিতা ভোলা প্রসাদ যাদব সাকিম ৮৯ নেতাজী নগর সাঁপুইপাড়া, সাঁপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা বালী, হাওড়া-৭১১২২৭) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি/করিতেছি।
তপশিল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা আলিপুর, সাবেক ৩৩ ও হাল ৪৮ নং জে. এল. ভুক্ত, ক)হাল এল.আর. ২৪৫ নং খতিয়ানে, সাবেক ২০৩১ তথা হাল ৬৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৮ শতক ও খ)হাল এল.আর. ৬৬৪/২ নং খতিয়ানে, সাবেক ১২৮১ তথা হাল ১৭৭৮ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৬৬ শতকের মধ্যে ০.৩৩৩৩ অংশে ২২ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ০৩ কাঠা ১২ ছটাক পরিমিত সম্পত্তি উক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি খরিদার পর বর্তমান ক্রেতাগণ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী ধ্রুব সাগর**
আমমোক্তার

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Conveyance dated 15-12-2009, in respect of land measuring about 3.73 Decimal more or less, lying & situate at **Mouza-Gokulpur**, J.L. No.- 73, Touzi No.- 12, comprised in **R.S./L.R. Dag No.- 43/1003** under **L.R. Khatian No.- 1136 & 912** within P.S.- Kalyani, Ward No.- 10, Holding No.- 108/1, Gokulpur Gram within Gayeshpur Municipality, jurisdiction of A.D.S.R. Kalyani in the **District- Nadia**. Said Original Deed of Sale dated 15-12-2009, was duly registered in the office of A.D.S.R. Kalyani and recorded in Book No.- I, CD Volume No.- 7, Page from 580 to 590, **Being No.- 02791 for the year 2009** in the name of **Dulal Pasi (as Purchaser therein)**. That aforesaid deed was kept as mortgage by creating Collateral Security in our custody **at State Bank of India, RACPC, Kalyani**, has been lost & misplaced from us. That a General Diary being **G.D.E. No.- 309** was lodged on **06-02-2025** with **Kalyani, Police Station**, by my client **S.B.I., RACPC, Kalyani**. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে যে, শ্রী সুমন দত্ত, পিতা – মৃত গৌরীশঙ্কর দত্ত, ঠিকানা– ৫/১১বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, বরাহনগর থানা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা – ৭০০ ০৫০। গত ৭ই জানুয়ারি ২০২৫ থেকে নিখোঁজ। এই মর্মে একটি মিসিং ডায়েরি গত ১২.০১.২০২৫ তারিখে বরাহনগর থানায় দায়ের করা হয়েছে, যথা–জি. ডি নং – ৬৫৪/২০২। বরাহনগর থানার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই মর্মে জানানো হইতেছে যে, যদি কেহ বা কারোর কাছে উক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনো তথ্য বা যোগাযোগ থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্ন সাক্ষরকারীর সহিত ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড অ্যাসোসিয়েটস
(অ্যাডভোকেট)
১৮/১ই, গ্রীন পার্ক
কলকাতা – ৭০০০৫৬
ফোন নং –০৩৩ ৩৫৮৩ ০২৪৮
মোবাইল – ৯১৬৩৩ ৬৪৪৩২

IN THE COURT OF PRINCIPAL JUDGE FAMILY COURT, EAST SINGHBHUM AT JAMSHEDPUR ORIGINAL SUIT No. 807/2023

ROSI BISWAS..........APPLICANT
VERSUS
RICHARD RANA DAS....RESPONDENT

To, Richard Rana Das, S/O-Shri Benzamin Das, R/O: 149/1, Bebi Niwas Road, Moti Jheel, South Dumdum (M), P.O.- Moti Jheel, P.S. Dum Dum, District- North Twenty Four Parganas, West Bengal, Pin Code-700074.

Whereas, the Applicant Rosi Biswas has filed the case in this Hon'ble Court U/5 10 (ix) (x) of the Indian Divorce (Amendment) Act Through a Decree of Divorce and notice has been issued through the speed post as well as Nazarat, but you have failed to appear before this court. You are hereby directed to appear before this Court physically on Next date 27/02/25 at Jamshedpur, to answer the same failing with the case shall be heard Ex-Parte in your absence in accordance with law. Given under my hand and seal of this Court 12/12/24.

Principal Judge, Family Court, East Singhbhum, Jamshedpur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

সালকিয়ার কালিতলায় ছোট মায়ের দর্শনে স্নান যাত্রার ঐতিহ্য

রাজীব মুখোপাধ্যায় • হাওড়া

অতীতের সালিখা বা অধুনা সালকিয়াতে শীতলা মায়ের স্নান যাত্রা নিয়ে ভক্তদের উৎসাহের অন্ত নেই। মাঘ মাসের মাঘি পূর্ণিমার দিবসে উদ্যাপিত হয় শ্রী শীতলা মাতার স্নান যাত্রা। যদিও হাওড়ার বেলগছিয়া থেকে জিটি রোড ধরে সালকিয়া চত্বর পর্যন্ত এলাকা ওই দিনে পরিণত হয় জন সমুদ্রে।

হাওড়ার সাতজন শীতলা মাতারা মধ্যে সালকিয়া কালিতলার কাছে মুরগিহাটাতে স্থাপিত আছে ছোট শীতলা মাতার মন্দির। এলাকার মানুষ ছোট শীতলা মাতাকে সবচাইতে পুরাতন এবং জাগ্রত বলেই মনে করেন। মাঘী পূর্ণিমার দিনে ছয় শীতলা মাতাকে স্নান যাত্রার জন্য মন্দির থেকে পালকি সাজাইয়া গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাত্তয়া হয় কিন্তু ছোট শীতলা মাতাকে মন্দির থেকে বাহিরে নিয়ে যাত্তয়া হয় না। ছোট শীতলা মাতার সম্মুখীন হত্তয়ার জন্যে অন্যান্য শীতলা মাতাদের এই মুরগিহাটার ছোট শীতলা মাতার মন্দিরে আনা হয়। যদিও এই রীতির পেছনে রয়েছে অতীতের কিছু ঘটনাক্রম। এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে বহু কাল আগে মাতা নিজের বোনেদের সঙ্গে নিজেই গঙ্গাতে স্নান করতে যেতেন। এক বার স্নান করতে যাওয়ার সময় ওনাকে কেউ দেখে নেয়। তার পর থেকে ওনাকে মন্দিরের বাহিরে নিয়ে যাত্তয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই মা স্বপ্নদর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে ওনাকে মন্দিরের বাহিরে যাতে না নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও প্রায় একশো বছর আগে মাকে স্নান করাবার জন্যে গঙ্গা ঘাটে নিয়ে যাত্তয়া হয়েছিল। তার পরেই স্থানীয় ব্যানার্জী বাড়িতে অকাল মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী বছরে আবার মাকে স্নান করাবার জন্যে নিয়ে যাত্তয়া হয়েছিল আর ফলশ্রুতি কিছু দিন পর শীতলা বাড়ীর এক ভাড়াটের অকাল মৃত্যু হয়। যদিও পরের বছর মাকে স্নান যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে মার সিংহাসন তোলার অনেক প্রচেষ্টা করা হয় কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর সেই বছরের পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো ছোট শীতলা মাতা কে মন্দিরের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয়নি। মান্যতা রয়েছে মার কাছে নিষ্পাপ মনে কিছু চাইলে তিনি ভক্তের মনকামনা পূর্ণ করেন। এখন স্নান যাত্রার দিনে ছোট শীতলা মায়ের ঘট গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঘটে গঙ্গাজল ভরে মন্দিরে প্রতিস্থাপিত করা হয়। পুরানো ঘটকে স্নান যাত্রার পর আট দিন রাখা হয়, তার পর সেই ঘটের জল গঙ্গা নদীতে প্রবাহিত করা হয়। স্নান যাত্রার দিনে মাকে গোমূত্র দিয়ে শুদ্ধিকরণ করা হয়। শুধু মাত্র এই দিনে মাকে স্পর্শ করার অনুমতি আছে। বড় শীতলা মা সম্মুখ দেখা করে যাওয়ার পরেই সব ভক্তদের চরণামৃত দেওয়া হয়। স্নান যাত্রার দিনে অনেক ভক্তরা উপবাস রেখে থাকেন। স্নান যাত্রায় দিনে গঙ্গায় স্নান করে শাস্বত দন্ড করে শ্রাদ্ধালুরা মন্দিরে আসে এবং মাতার পুজো করে, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। দুপুর দুটো, তিনটে বাজতে না বাজতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে অন্যান্য শীতলা মাতাদের সুসজ্জিত পালকি করে আনা হয়। বিবিধ ধরনের ঝাঁকি এই যাত্রাকে আরও সুন্দর করে তলে। আগে মাত্র ৬ জন শীতলা মাতা আসতেন, আর এখন সংখ্যা ৬০ পার করে যায়। এই নিয়ম ছিল যে সব মায়েদের পর ত্বড় মাদ আসতেন কিন্তু আজকাল বড় মায়ের পরেও অন্যান্য ১ বা ২ জন মায়েরা আসেন। সারা রাতব্যাপী মায়ের আরাধনা হয়। তার পরের দিন ষোলো আনা পুজো হয়।

৬ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে বারাণসী, তৈরি হচ্ছে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর বারো চোদ্দ ঘন্টার লম্বা সফর নয়, এবার কলকাতা থেকে বারাণসী পৌঁছানো যাবে মাত্র ৬-৭ ঘন্টাতেই। তৈরি হচ্ছে কলকাতা-বারাণসী এক্সপ্রেসওয়ে। বারাণসী থেকে কলকাতা যাওয়ার নতুন এক্সপ্রেসওয়ে বারাণসী-চান্দৌলি রুটের সঙ্গেও সংযুক্ত হবে। এই ২৭ কিলোমিটার বেল্টটি প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হচ্ছে বন্ধে সূত্রের খবর। এর ফলে বারাণসী থেকে কলকাতায় যাত্রা আরও সহজ ও কম সময়ে সম্ভব হবে। এখন যেখানে সড়ক পথে কলাকাতা থেকে বারাণসী যেতে ১২-১৪ ঘন্টা বা তারও বেশি সময় লাগে । তা এবার থেকে কমে হবে ৬-৭ ঘণ্টা। বর্তমানে একমাত্র জিটি রোডের মাধ্যমেই বারাণসী কলকাতার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যদিও এই রাস্তায় ভারী যানবাহন চলাচলের আধিক্যের কারণে পণ্যবাহী গাড়ি বা সাধারণ মানুষ উভয়েরই সমস্যা হচ্ছিল। যদিও নতুন এক্সপ্রেসওয়ে হওয়ায় এখন কলকাতা থেকে বারাণসী যাওয়ার রুটের সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে দুই। এতে আগের থেকে যানজটের সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ে জাতীয় মহা সড়ক নির্মাণ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে বারাণসী থেকে কলকাতা পর্যন্ত এই গ্রিন ফিল্ড প্রকল্প আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বারাণসী থেকে চান্দৌলি পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটারের নতুন এক্সপ্রেস ওয়ে তৈরির কাজ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছে। এখন কলকাতা-বারাণসী যাতায়াত করতে জিটি রোড ছাড়া সকলের কাছে আর কোনও বিকল্প বিকল্প নেই। এই এক্সপ্রেসওয়েটি হলে আরও একটি বিকল্প থাকবে। যার জেরে জিটি রোডেও যানজট কমতে পারে। এর সঙ্গেই যাত্রীরা কলকাতায় যাওয়ার নতুন রুটও পাবেন। এটি প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প। এর মাধ্যমে শুধু বারাণসী নয় বরং গোরক্ষপুর, আজমগড়, মউ, বালিয়া, গাজিপুর, জৌনপুর, প্রয়াগ, লখনউ এবং দিল্লি থেকে আসা রুটগুলি চান্দৌলি হয়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ হয়ে কলকাতায় চলাচল করতে সুবিধা হবে। এই বারাণসী-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়েটি রাঁচি-কলকাতা এক্সপ্রেসওয়ে নামেও পরিচিত। মোট ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ছ'লেনের গ্রিন ফিল্ড এক্সপ্রেসওয়ে বারাণসীকে পশ্চিমবঙ্গ, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড হয়ে কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত করবে। ২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এটি প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প। আর এর কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে বলেই সূত্রের খবর।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার।

ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী

সোমবার ৫ নম্বর পাতায় ‘আগামী বিধানসভা নির্বাচনে’ শীর্ষক খবরে ‘হাবড়া বিধানসভার চারটি জায়গায় জনসভা করেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ’ এই তথ্যটি ভুল প্রকাশ পেয়েছে, এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৮ মাঘ, মঙ্গলবার

‘১০ মার্চের মধ্যে বাড়ি ভাঙা না হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ’

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশ বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতেই হবে। সোমবার নারকেলডাঙার বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। প্রসঙ্গত, শহরের বেআইনি নির্মাণ ভাঙার জন্য আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানোর কথা বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার সে ব্যাপারে আরও একবার সতর্ক করে দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

কলকাতা পুরনিগমের অধীন নারকেলডাঙা থানা এলাকার একটি পাঁচতলা বাড়ি বেআইনিভাবে নির্মিত হয়েছে বলে রিপোর্ট দেয় পুরনিগম। এরপরই বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরও সেই নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সেই মামলায় এবার সময় বেঁধে দিলেন বিচারপতি। সোমবার শুনানিতে বিচারপতি সিনহা নির্দেশ দেন, আগামী ১০ মার্চ ওই নির্মাণ ভাঙার কাজ সম্পূর্ণ না হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বাড়ি ভাঙা হবে। যেহেতু পুরনিগম নিজেই ওই নির্দেশ দিয়েছে, তাই বাড়িটা ভাঙা হল কি না, সেটা দেখার দায়িত্ব পুরনিগমের বলেই মন্তব্য করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন তিনি জানতে চান, পুলিশ কী করছে? কারণ, পুরনিগমের তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়েছে ‘জবরদখলকারী’দের বের করতে পুলিশ কোনও সাহায্য করছে না। এই সম্পর্কিত কিছু ছবিও দেওয়া হয়েছে আদালতে। পুরনিগমের তরফে পাল্টা দাবি, পুলিশ না নিরাপত্তা দিলে ওই বাড়ি ফাঁকা করে কাজ করতে পারছে না পুরনিগম। এদিন পুরনিগমের এই রিপোর্ট দেখেই বিচারপতি সিনহা বলেন, ‘যেখানে পুলিশ ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে কেন্দ্রীয় পুলিশ আনতেই হবে।’ প্রথম তলা খালি করা সম্ভব হলেও বাকি অংশে লোকজন থাকায় ভাঙতে পারছে না পুলিশ। তাই আর একটু সময় দেওয়ার আর্জি জানায় পুরনিগম। কিন্তু বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, ‘আর একটু সময় দেওয়ার কোনও কারণ দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ কিছুই করতে পারছে না।’ এরপরই কার্যত ভর্ৎসনার সুরে বিচারপতি সিনহা প্রশ্ন করেন, ‘সাত দিনে শুধু পাঁচ তলার ছাদ ভেঙেছেন। পাঁচতলা ভাঙতে এক বছর সময় লাগবে কি না তাও জানতে চান তিনি। সঙ্গে এও জানতে চান, বাকি ছ’দিন ধরে লোকেরা কী করছিল তা নিয়েও। উত্তরে পুরনিগম বলে, ‘আমরা কী করতে পারি! পুরসভা শুধু ভাঙার কাজ করতে পারে। যারা বাধা দিচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে।’

মোবাইল ও স্মার্ট ওয়াচ রাখায় বাতিল মাধ্যমিকের দুই পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই দুই পড়ুয়ার পরীক্ষা বাতিল করল মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ারের এক পরীক্ষার্থী মোবাইল-সহ ধরা পড়ায় তার পরীক্ষা বাতিল করা হয়। আন্যদিকে, হাওড়ার বালিতে আরও এক পরীক্ষার্থী স্মার্টওয়াচ নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ধরা পড়ায় পরীক্ষা বাতিল করে পর্ষদ। পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ায়, এই দুই পড়ুয়ার চলতি বছরের সব পরীক্ষাই বাতিল করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

মাধ্যমিকে মোবাইল রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যে হবে তা আগেই জানিয়েছিল পর্ষদ! জানানো হয়েছিল, কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল পাওয়া গেলে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয়, নজরদারির কাজে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মোবাইল নিয়েও কড়া ব্যবস্থা। মাধ্যমিকে ডিউটির সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত শিক্ষকরা মোবাইল রাখতে পারবেন না। এমনকি যাঁরা নজরদারির কাজে নিয়োজিত নন, কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে নানা কারণে ডিউটিতে থাকছেন তাঁরাও মোবাইল রাখতে পারবেন না, এমনটাই নির্দেশ ছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। পরীক্ষার হলে গার্ড দেবেন যে শিক্ষকরা তাঁদের মোবাইল বা অন্যান্য বৈদ্যুতিন যন্ত্র ভেনু সুপারভাইজার বা ভেনু সেক্রেটারির কাছে জমা রাখতে হবে। এর পরেও যদি নজরদারির কাজে নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে মোবাইল ধরা পড়ে তবে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, গত বছর উত্তরবঙ্গের মালদায় প্রশ্নফাঁস নিয়ে অনেক হইচই হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরেও একাধিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে। তাই কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি, মালদা থেকে আলিপুরদুয়ার, সব জায়গায় এবার আরও সতর্ক পর্ষদ।

পুরসভা থেকে আটক বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি সন্দেহে কলকাতা পুরসভা থেকে আটক করা হল এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস। সূত্রে খবর, সন্দেহের বশেই আটক করা হয়েছে তাকে। উদ্ধার হয়েছে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট ও আধার কার্ড। সূত্রের খবর, সোমবার সাতসকালে পাসপোর্টের কিছু কাজ নিয়ে কলকাতা পুরসভার পাসপোর্ট ও বার্থ সার্টিফিকেট সেকশনে আসেন সেই ব্যক্তি। যথারীতি আর পাঁচ জনের মতোই তার কাজ করার সময় যাবতীয় নথি মিলিয়ে দেখেন পুরকর্মীরা। আর সেখানেই ধরা পড়ে গাফিলতি। পাসপোর্ট-আধার কার্ড, এমনকি অন্যান্য পরিচয় পত্রের মধ্যে নেই কোনও মিল। ফলত, সন্দেহের বশেই আটক করা হয় সেই ব্যক্তিকে। নিয়ে যাওয়া হয় নিউটাউন থানায়। চলে জেরা। জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে সেই ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করেন তিনি আসলে বাংলাদেশের বাসিন্দা। তবে তার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড তৈরি করা হয় কলকাতা থেকে। আর সেই নথির ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল পাসপোর্টটি। তবে কীভাবেই বা এমন ‘জাল’ পাসপোর্ট তৈরি করলেন ধৃত ব্যক্তি সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলেই নাকি বারবার দাবি করছেন বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস।

প্রয়াগরাজে চরম হেনস্থার শিকার বাংলার নাট্যকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবদেন: ট্রেনের মধ্যেই চরম হেনস্থার শিকার বাংলার নাট্যকর্মীরা। রিজার্ভ করা সিট থেকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে দেওয়া হয় বলে কলকাতা ফিরে জানান তাঁরা। সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের আমন্ত্রণে ও নাট্যদল গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশের ভোপালে।

অভিযোগ, ভোপাল থেকে রিজার্ভ করা এসি কামরায় উঠেছিলেন ওই নাট্যকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, আচমকা প্রয়াগরাজ থেকে উঠে পড়ে একদল লোক। ওই দুষ্কৃতীরা কামরা দখল করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে মারধর করা হয়, এমনকী ট্রেনের মধ্যে মহিলাদের হাত ধরে রীতিমতো টানাটানি করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের হাত থেকে ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয় সাহায্যের জন্য আরপিএফ-কে ডাকলেও কোনও লাভ হয়নি। নাট্যকর্মী, বিশেষত মহিলারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁদের দাবি, ভয় পেয়ে রেল দফতরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। টুইট করেছিলেন, ফোনও করেছিলেন, কিন্তু কোনও সাহায্য তাঁরা পাননি। নাট্যকর্মীরা জানান, ‘আমাদের বলা হয়, থোড়া অ্যাডজাস্ট কিজিয়ে।’ এ কথা বলে সিট থেকে সরানোর চেষ্টা করা হয় তাঁদের। অভিযোগ, পরে সকাল হলে ওই হেনস্থাকারীরা বলতে থাকে, ‘কাঁহা হ্যায় বাঙ্গাল কে লোগ। বুলাও উসকো।’ এই আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কোনওরকমে হাওড়ায় পৌঁছান ওই নাট্যকর্মীরা। তাঁরা এও জানান, ওই ঘটনা নিয়ে কলকাতাতেই তাঁরা এফআইআর করবেন। আরপিএফের ভূমিকা নিয়ে তাঁরা ক্ষুব্ধ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বরানগর পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তথা পুরপারিষদ সদস্য রামকৃষ্ণ পাল।

জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিআইডি রিপোর্ট দেখে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিআইডি রিপোর্ট দেখে ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। একটি বেনামি চিঠিতে নিয়োগ সংক্রান্ত বেনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নাম। আজ, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে ছিল শুনানি। সেখানেই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি। সোমবার বিচারপতি বসু জানিয়েছেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, বিনয় তামাংদের চাইলে ক্লিনচিট দিতে পারে রাজ্য। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, এই নিয়োগে কোনও অপরাধ নেই। শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে। আদালত চাইছে, যাদের নাম সামনে এসেছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করুক রাজ্য। এই মামলায় আদালত বান্ধব আইনজীবী নিয়োগ করার প্রয়োজন আছে বলেও উল্লেখ করেন বিচারপতি বসু। বেনামি চিঠিটি ‘খুব ডেঞ্জারাস’ বলে উল্লেখ করে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাংদের নাম এফআইয়ার-এ আসার পর তাঁদের কী করা হচ্ছে। বিচারপতি বসু সরাসরি বলেন, ‘আমি জানতে চাই, রাজ্যের উদ্দেশ্য কী? কী চাইছে রাজ্য?’

এফআইয়ার-এ নাম থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও নোটিস পাঠানো হয়নি। এই বিষয়ে রাজ্যের ভূমিকায় বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, একজনকেও নোটিস পাঠানো হয়নি। বিগ জিরো। আগামী সোমবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। সিবিআই-এর সিনিয়র আইনজীবীকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

পুলিশের সহযোগিতায় এডমিট এনে পরীক্ষায় বসল নিমতার অরিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার থেকে শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। পড়ুয়াদের কাছে এটাই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রে এসেছে। অথচ এডমিট কার্ড আনে নি পরীক্ষার্থী। পুলিশের সহযোগিতায় অবশেষে এডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ সেই পরীক্ষার্থীর। নিমতা থানার পাঠানপুরের বাসিন্দা অরিত্র দে। বেলঘড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। তার মাধ্যমিকের সিট পড়েছে উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয়ে। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পরীক্ষা কেন্দ্রে চলে আসে। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে দেখে এডমিট কার্ড সে আনে নি। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা নিমতা থানার পুলিশ মুশকিল আসান হয়ে অরিত্রের পাশে দাঁড়াল। তড়িঘড়ি অরিত্রকে গাড়িতে করে নিয়ে পুলিশ ছুটল তাঁর পাঠানপুরের বাড়িতে। বাড়ি থেকে এডমিট কার্ড নিয়ে এসে অরিত্রকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিল পুলিশ। পরীক্ষা শুরুর আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে হাফ ছেড়ে বাঁচলো ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অরিত্রের বাবা হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন ওর মা অসুস্থ বাবাকে নিয়ে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন। এদিন পরীক্ষা কেন্দ্রে অরিত্রকে একাই আসতে হয়েছিল।

বিষ স্যালাইনকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিষ স্যালাইনকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মুকুল ঘোষকে তলব করল রাজ্যে গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডি। আর এই তলব পেয়ে সোমবারই হাজিরাও দেন মুকুল ঘোষ। কারণ, তিনিই ওই সংস্থার ওষুধ তৈরির অন্যতম দায়িত্বে ছিলেন মুকুল। এনিয়ে এখনও পর্যন্ত বিষ স্যালাইন তদন্তে মোট ১৩ জনকে জিজ্ঞাবাদ করল সিআইডি। প্রসঙ্গত, বিষ স্যালাইন কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নামে সিআইডিও। সিআইডি তদন্ত করছে। সেই সূত্র ধরেই এদিন স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার টেকনিক্যাল ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করল তদন্তকারীরা।

ইতিমধ্যে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে প্রসূতি মৃত্যুতে ‘অভিযুক্ত’ স্যালাইন রিঙ্গার ল্যাকটেটকে ক্লিনচিট দিয়েছে রাজ্য। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমকে রিপোর্ট দিয়ে ওই স্যালাইন প্রস্তুতকারী সংস্থার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে রাজ্য। পাশাপাশি জনস্বার্থ মামলায় রাজ্য এও জানায়, রিঙ্গার ল্যাকটেট স্যালাইন খারাপ ছিল না। রাজ্যের ল্যাবে পাঠানো স্যালাইনের নমুনায় কোনও সমস্যা দেখা যায়নি। সূত্রের খবর, রিপোর্টে রাজ্য এও জানিয়েছে, ঘটনার ৮ এবং ৯ জানুয়ারি রাতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোনও সিনিয়র ফ্যাকাল্টি ছিল না। আরএমও ছিল না। পাঁচটা সি সেকশনে সব জায়গায় সমান নজরদারি করা সম্ভব হয়নি। ইতিপূর্বে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একাধিক ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিআইডি। এমনকী, মোট ১৩ জন জুনিয়র ও সিনিয়র ডাক্তারকে সাসপেন্ড করে রাজ্য সরকার।

৫৭টি বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ কামারহাটি পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১ থেকে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে ৫৭টি বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিল কামারহাটি পুরসভা। অবৈধভাবে তৈরি বাড়ি নিয়ে যখন রাজ্যের একাধিক পুরসভা ও পুরনিগম প্রশ্নের মুখে ঠিক তখনই কার্যত এক নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেল কামারহাটি পুরসভাকে। এই প্রসঙ্গে পুরপ্রধানের দাবি, এই ৫৭টি বাড়ির মধ্যে ১৭টি বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ইতিমধ্যেই। ধোবিয়া বাগান এলাকায় একটি বহুতল ভাঙার কাজ শুরুও করে দিয়েছে পুরসভা। এদিকে, কোন ওয়ার্ডে, কতগুলি বাড়ি ভাঙা হবে, সেই তালিকাও প্রকাশ করেছে কামারহাটি পুরসভা। ১ নম্বর ওয়ার্ডে ২৬টি বাড়ি, ২ নম্বর ওয়ার্ডে ১টি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৭টি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ২টি, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩টি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৭টি ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ১১টি

বাড়ি ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এইসব বাড়ির মালিকদের নোটিস দেওয়া হচ্ছিল পুরসভার তরফে। পরপর তিনবার নোটিস দিয়ে ডাকাও হয়েছিল তাঁদের। আর এখানেই পুরপ্রধানের অভিযোগ, বারবার বলা হলেও ওই বাড়ির মালিকরা হাজিরা দেননি। পুরসভার দাবি, ওই বাড়িগুলি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে এবং পুরসভাকে কোনও নকসা দেওয়া হয়নি, কোনও অনুমতিও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আপাতত বাড়িগুলি বিপজ্জনক অবস্থায় থাকায়, সেগুলি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ৫৭টি বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হলেও, সেই তালিকায় নেই জয়ন্ত সিং-এর বাড়ি। কামারহাটির পুরপ্রধান গোপাল সাহা বলেন, ‘নোটিস পাঠিয়েছি। জমির মালিকের খোঁজ চালাচ্ছি। এখনও মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।’

পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার থেকে শুরু হল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের মুখে সহায়তা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে হাতে গোলাপ ফুল, পেন এবং ক্যাডবেরি লজেন্স তুলে দিলেন নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নিউবারাকপুর মাসুন্দা গার্লস হাই স্কুল এবং ওয়েস্ট কোদালিয়া আদর্শ শিক্ষাসদন বিদ্যালয়ের গেটের সামনে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে এদিন তাদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পরীক্ষার্থী তিতাস বৈরাগী জানায়, প্রশ্নপত্র খুব সহজ এসেছে। তাই পরীক্ষাও খুব ভালো হয়েছে। তবে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও মনের জোর বাড়াতে প্রশাসনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

জঙ্গল থেকে উদ্ধার অগ্নিদগ্ধ মাঝবয়সী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘন ঘাসের আগাছার জঙ্গল থেকে উদ্ধার অগ্নিদগ্ধ এক মাঝবয়সী। জগদ্দল থানার অন্তর্গত ভাটপাড়া পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর রাহুতা নতুন পল্লীর ঘটনা।

সোমবার পড়ন্ত দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দা বিজয় পাসিকে জঙ্গলের মধ্যে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দেখেন স্থানীয়রা। পড়ে থাকা ওই ব্যক্তির পাশের জঙ্গলেও আগুন ধরেছিল। স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভায়। জগদ্দল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয়দের দাবি, আগুনে ওই ব্যক্তির শরীরের অর্ধেকাংশ পুড়ে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয় কাউন্সিলর স্মৃতি ধরের স্বামী রতন ধর জানান, জঙ্গলের মধ্যে একজনকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তি শারীরিক প্রতিবন্ধী। রতন বাবুর দাবি, উনি পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, নিজের গায়ে নিজেই আগুন লাগিয়েছেন।

নির্বিঘ্নে শেষ প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বিঘ্নেই শেষ মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে হয় সকাল ৯ টা ৪০ মিনিটের মধ্যে। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে সে বিষয়ে সজাগ ছিল প্রশাসন। এদিকে বহু জায়গা থেকেই খবর এসেছে, বহু পরীক্ষার্থীর পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রাস্তায় থাকা পুলিশকর্মীরাও।

পর্ষদ সূত্রে খবর, এইদিন ৫৫ জন পরীক্ষার্থী হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে, এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে পরীক্ষার্থী ৬ জন হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষা ঘিরে সোমবার জেলার কোথাও কোনও অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি বলেই প্রশাসন

সূত্রে খবর। কড়া পুলিশি প্রহরার ব্যবস্থা ছিল পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে। যানজট সমস্যা এড়াতে বিভিন্ন রাস্তাতেও বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। এর পাশাপাশি সোমবার সকাল থেকেই প্রতিটি পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে পুলিশি নজরদারি ছিল। স্কুল চত্ত্বরে পুলিশ মোতায়েন ছাড়াও আশপাশে পুলিশের দল নজরদারি চালিয়েছে। ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র ও তার আশেপাশের এলাকায় একটি দল নজরদারি চালিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। এ বারও কিছু পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রকে ‘স্পর্শকাতর’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সব কেন্দ্রে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা ছিল। মাধ্যমিকের আগামী দিনগুলোও নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হবে বলেই মত পর্ষদ থেকে প্রশাসনের।

সম্পাদকীয়

হাতুড়ে আখ্যায়িত না করে তাদের ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নামে ডাকা হোক

‘প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া’-র পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের মুখ্য স্বাস্থ্যসচিবের নিকট কিছু দাবি-সহ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পিএমপিএআই-এর সূচনাপর্ব থেকে ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার বা আইএইচসিপি-দের যে তিনটি মূল দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছে তা আজও অব্যাহত। এই নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে ২০১৫-তে রাজ্য সরকার এক নির্দেশিকা জারি করে গ্রামীণ এলাকায় প্র্যাকটিশনারদের নাম নথিভুক্ত করে এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু ব্লকে ট্রেনিং করানো হয়। ১৯৪৬-এ স্বাস্থ্য নিয়ে গঠিত ‘ভোর কমিটি’ সুপারিশ করেছিল ত্রিস্তরীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন করার। স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে এর প্রয়োগ থাকলেও কালক্রমে হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট মেল বা স্যানিটারি ইনস্পেক্টরের মতো পদ বিলোপ করা হয়। আজ সরকারি বা সংগঠিত স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিশেষত নিরাময়কারী ব্যবস্থা যেখান অবধি পৌঁছয়, মানুষের জীবন তার থেকে অনেক দূরে। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটেই আইএইচসিপি-দের উদ্ভব। তাঁরা কোনও চিকিৎসকের কাছে থেকে, হাসপাতাল, নার্সিং হোম বা ওষুধের দোকানে কাজ করার সুবাদে কিছু প্রচলিত সমস্যায় ব্যবহৃত ওষুধ, জরুরি অবস্থা সামাল দেওয়ার মতো স্যালাইন, ইনজেকশন ইত্যাদির ব্যবহার জেনে মানুষের বিপদ-আপদের সহায় হন। এই প্র্যাকটিশনাররা নিজ এলাকায় হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার নার্স নিয়োগ-সহ পরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণ করা ও পরিষেবা উন্নত করার দাবিতে আন্দোলন করে চলেছেন। পিএমপিএআই-এর দৃঢ় সিদ্ধান্ত, এই সমাজবন্ধুদের ডাক্তার বা হাতুড়ে আখ্যায়িত করার প্রয়োজন নেই। তারা চাইছেন, তাঁদের ইনফর্মাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নামে সম্বোধন করলেই যথাযথ সম্মান দেওয়া হবে।

শব্দবাণ-১৮৮

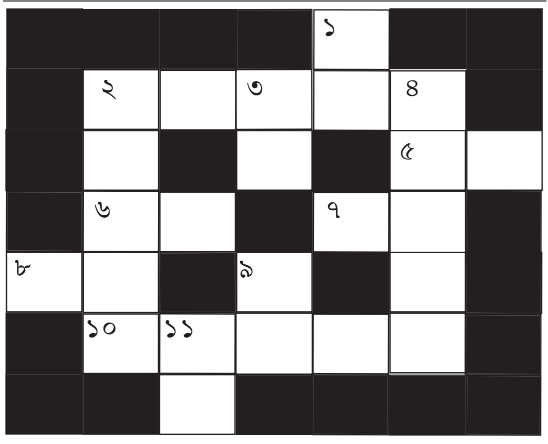

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. পাহারাওয়ালা ৫. উক্তি, বচন ৬. লম্বা দাগ ৭. প্রহর ৮. অক্ষদণ্ড, ঈষ ১০. নিজের চাষবাসের জমি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চাঁদ, চন্দ্র ২. তত্ত্বাবধান করা ৩. বড়ো, খুব ৪. অবস্থান্তর, ভিন্ন অবস্থা ৯. দর্শন কর বুঝলি খোকন/ ওই যারে কয় অবলোকন ১১. বেলা, বার।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮৭

পাশাপাশি: ১.চরকি ৩. পরাহ ৫. মন্থন ৬. শয়ন ৭. আবছা ৯. দ্বণুক ১১. তলানি ১২. তিলেক।

উপর-নীচ: ১. চরম ২. কিষান ৩. পরেশ ৪. হসন ৭. আপ্লুত ৮. ছাউনি ৯. দ্ব্যশীতি ১০. কটক।

জন্মদিন

আজকের দিন

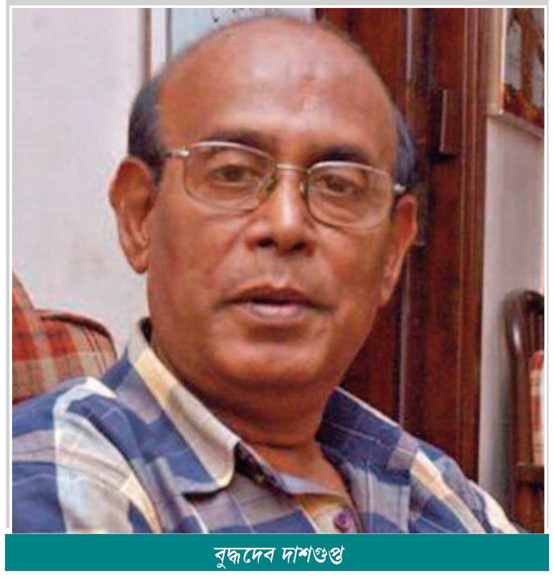

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

১৯৩৫ বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় গুরুবক্স সিংয়ের জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর জন্মদিন।
১৯৮৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর জন্মদিন।

বইয়ের বিনোদনই বইমেলার চোখের বালি!

স্বপনকুমার মণ্ডল

সরকার-পোষিত লাইব্রেরির সৌজন্যে বইমেলার প্রাণপ্রাচুর্য বয়ে আনলেও তার বনেদি অভিমুখটি জনতোষণী মুখোশে আবৃত হয়ে পড়ছে। প্রাণে বাঁচার সার্থকতা নেই, বাঁচতে হবে মনে আর মানে। সেদিক থেকে বাংলার বইমেলার বিশ্বজয়ী মানে আহ্লাদিত হওয়ার পরিসরেই মানের হদিশে তার ঠাই মেলে না। কেননা বই-এ মন নেই, কিংবা, মনে বই নেই, তার জন্য প্রয়োজন হয় না কষ্টকল্পনার। বইমেলাতে শুধু দর্শক আর শ্রোতার যাতায়াতে প্রত্যাশা জন্মায় না। শ্রেষ্ঠত্ববোধে বইমেলা যেখানে অন্য মেলার চেয়ে অনন্য এবং অভিজাত, তা তার পাঠকসমাবেশে। বইমেলার সেই পাঠকের আনাগোনার পরিসরটিই আজ ব্রাত্য হয়ে রয়েছে। তার ফলে সেখানে মেলার বিনোদিনী অবকাশে জনসমাবেশের ঘনঘটায় আমরা যেমন আত্মশ্লাঘা বোধ করছি, ব্যবসায়িক সাফল্যে কৃতার্থ হয়েছি, কিংবা, মান্যতাবোধে আত্মম্ভরিকতায় উন্নাসিক হয়ে পড়েছি, তেমনই তার মূলধনের প্রাচুর্যে মনধনের অভাবকে স্বভাব ভেবে চলেছি। আসলে বইয়ের প্রতি সেই বিনোদনী মনটি বর্ণরঙিন গণমাধ্যমের হাতছানির অসংখ্য বিকল্প পথে সক্রিয় হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই তার আন্তরিকতার শূন্যতাবোধই বইমেলার অভিমুখে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

বাঙালির মেলার সেরা বইমেলা। অবশ্য বাৎসরিক বইমেলায় বাঙালির শ্রেষ্ঠত্ববোধ যতটা না তার আভিজাত্যে প্রতীয়মান, তার চেয়ে তা অনেক বেশি উৎসবমুখর। বইয়ের পবিত্রতাকে আধার করে মেলার মিলনায়তনে যেভাবে বই ও মেলার সংযোগসাধন করা হয়েছে, তা মেলার প্রাণরসে বইয়ের শুদ্ধতা সজীবতা লাভ করছে কিনা তা নিয়ে ভেবে দেখার অবকাশ এসেছে। পুজো উৎসবে মিলে গেলে তার বিস্তার ঘটলেও গভীরতা কমে আসে। বইমেলা এখন আভিজাত্যে বই-পার্বণ। অথচ সেই পার্বণী বিনোদন যেমন আমোদমুখর, তেমনই তার বনেদিয়ানার পরিসরটি প্রাণপ্রাচুর্যের অভাববোধে পীড়িত। শারীরিক পীড়া কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলেও তা মনের হলে তার বিকার অনিবার্য। সেখানে বইমেলার বাড়বাড়ন্ত দেখে তার স্বাস্থ্যের লক্ষণ সুনিশ্চিত করার বাতিক আপনাতেই ভর করে। অথচ তার উৎসবমুখর আড়ম্বরে বইমেলার বিনোদিনী পাঠটিই আজ প্রশ্নের মুখোমুখি। সেক্ষেত্রে বইয়ের বিনোদিনীই বইমেলার চোখের বালি, ভাবা যায়! সরকার-পোষিত লাইব্রেরির সৌজন্যে বইমেলার প্রাণপ্রাচুর্য বয়ে আনলেও তার বনেদি অভিমুখটি জনতোষণী মুখোশে আবৃত হয়ে পড়ছে। প্রাণে বাঁচার সার্থকতা নেই, বাঁচতে হবে মনে আর মানে। সেদিক থেকে বাংলার বইমেলার বিশ্বজয়ী মানে আহ্লাদিত হওয়ার পরিসরেই মানের হদিশে তার ঠাই মেলে না। কেননা বই-এ মন নেই, কিংবা, মনে বই নেই, তার জন্য প্রয়োজন হয় না কষ্টকল্পনার। বইমেলাতে শুধু দর্শক আর শ্রোতার যাতায়াতে প্রত্যাশা জন্মায় না। শ্রেষ্ঠত্ববোধে বইমেলা যেখানে অন্য মেলার চেয়ে অনন্য এবং অভিজাত, তা তার পাঠকসমাবেশে। বইমেলার সেই পাঠকের আনাগোনার পরিসরটিই আজ ব্রাত্য হয়ে রয়েছে। তার ফলে সেখানে মেলার বিনোদিনী অবকাশে জনসমাবেশের ঘনঘটায় আমরা যেমন আত্মশ্লাঘা বোধ করছি, ব্যবসায়িক সাফল্যে কৃতার্থ হয়েছি, কিংবা, মান্যতাবোধে আত্মম্ভরিকতায় উন্নাসিক হয়ে পড়েছি, তেমনই তার মূলধনের প্রাচুর্যে মনধনের অভাবকে স্বভাব ভেবে চলেছি। আসলে বইয়ের প্রতি সেই বিনোদনী মনটি বর্ণরঙিন গণমাধ্যমের হাতছানির অসংখ্য বিকল্প পথে সক্রিয় হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই তার আন্তরিকতার শূন্যতাবোধই বইমেলার অভিমুখে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আবার সেই অন্তরায় প্রতিরোধের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যেই বইমেলার আভিজাত্যবোধ সংগুপ্ত রয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় করতে গিয়ে আমাদের মনের আকাশটা ছোট হয়ে গিয়েছে। সেখানে ‘নীড় ছোট ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়’র চেতনায় আর স্বপ্নরঙিন হাতছানিতে উন্মনা হওয়ার অবকাশ মেলে না। বরং তার চেয়ে বর্ণরঙিন রকমারি সহজলভ্য বিনোদিনীর মোহে পড়াটাই দস্তুর মনে হয়। শুধু তাই নয়, তাতে বাউলের দৃষ্টি প্রসারিত হলেও তার অন্তর্দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। ফলে কল্পনার ডানায় ভর করে স্বপ্নিল জগতে পাড়ি দেওয়ার আনন্দ যেমন অধরা মাধুরী হয়ে ওঠে, তেমনই চিত্তের প্রসন্নতার অভাবে তায় চিত্তপ্রসাদ বা চিত্তরঞ্জনের অবকাশ অন্তর্হিত হয়ে পড়ে। এজন্য ঘরকুনো বাঙালির মানসভ্রমণের সহজতা যে তৃপ্তি বয়ে এনেছে, তা একালের ‘দেখব এবার জগৎটাকে’র ভ্রমণবিলাসে সহজলভ্য নয়। অভাব পূরণের সদিচ্ছায় কল্পনাবিলাসী মনের সংবেদী চলনের নির্মল আনন্দ তো আর আর্থিক আড়ম্বরে মেলে না, তা মেলে আত্মিক সংযোগে। সেখানে আত্মগত চিদাকাশটির সংকীর্ণ পরিসর যেমন তার গতিকে রোদ করে, তেমনই তার বিকল্পের পরাকাষ্ঠায় অস্থির চিত্তের অশান্ত প্রকৃতির শূন্যতাবোধে সবকিছু থেকেও কোনও কিছু না-থাকার দেওলিয়াপনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার ফলে আধুনিকোত্তর ভোগানন্দ প্রকৃতির কৃত্রিম সবুজায়নে মনের সজীবতা রিক্ততাবোধে পীড়িত হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক মনে হয়। কেননা জীবনের গতি বাড়লেও মনের পরিসর তাতে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, মনের সেই নিঃসঙ্গতাবোধ জীবনে শুধু বিস্বাদই বয়ে আনে না, বেঁচে থাকার বোধকেও সময়ান্তরে নিঃস্ব করে তোলে। সেক্ষেত্রে দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের রুদ্ধদ্বারে মুক্ত বাতায়ব হিসেবে বইয়ের ভূমিকাটি ক্রমশ আভিজাত্য লাভ করে। সেখানে বিনোদনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল শিক্ষা। সেই শিক্ষার সোপানে বইয়ের অবদান অতুলনীয়। আধুনিক কালে বইই বোধিবৃক্ষ। সময়ের খরায় খরতপ্ত জীবনকে প্রশান্তিময় শীতল ছায়াপ্রদানে সেই বোধিবৃক্ষের কোনও তুলনা নেই। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতের ‘শব্দকল্পদ্রুম’গুএর কল্পবৃক্ষটি তো আসলে বইয়ের ইচ্ছেডানায় অপরূপ কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ বইয়ের সেই বিনোদিনী পাঠ সময়ান্তরে ব্রাত্য হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাড়া জাগানো উপন্যাস ‘চোখের বালি’র(১৯০৩) বিনোদিনীও গোপনে একটি বই পড়ত। সেই বই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিষবৃক্ষ’ (১৮৭৩)। বিনোদিনীর মনে তা অমৃত ফলের আস্বাদ বয়ে আনত। দারিদ্রপীড়িত শুষ্ক জীবনে বইয়ের সবুজ প্রকৃতির সজীব হাতছানি মনের মূলধন হয়ে ওঠে। তার পরিচয় আমাদের বিভূতিভূষণের মতো আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেননি। তাঁর কল্পনাপিয়াসী অপুই স্বকল্পিত সত্তায় গড়ে তোলা বাংলা সাহিত্যের বইপ্রাণ চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সজীব চরিত্র।

‘পথের পাঁচালী’র(১৯২৯) বালক অপু ‘অপরাজিত’তে তারুণ্যে অপূর্বকুমার হয়ে ওঠে। দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে চলে তার পড়াশোনা। কলকাতায় পড়ার কথাপ্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ তাঁর মনের কথা পাঠককে জানিয়ে দেন, ‘পড়াশোনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকে সে চায়, ইহাই একদিন চাহিয়া আসিতেছে।’ সেই রোমান্সের আধার যে বই, সে-কথা বিভূতিভূষণ জানাতে ভোলেননি, ‘সে এটুকু বেশ বোঝে, কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনও প্রফেসরের বক্তৃতাতেও না---যাহা হইয়াছে, এই বড় আলমারি ভরা লাইব্রেরির জন্য, সে তাহার কাছে কৃতজ্ঞ।’ বইমেলা সেই ‘বড় আলমারি’ ভরার দিকেই মন রেখেছে, আবার তার অপূর্ব আস্বাদ সুরভিত করায় উদাসীন থেকেছে। আজও তাই মেলার বিনোদনে আয়োজিত দর্শক-শ্রোতার আনুকূল্য লাভ সহজ হলেও বইমেলা প্রত্যাশিত আনন্দকামী পাঠককের সমন্বয়ে সরগম হতে পারেনি। সেক্ষেত্রে বইয়ের উৎকর্ষমুখর বিনোদিনী আকর্ষণের অভাবে বইমেলার অভিমুখটি মেলার মুখোশে আবৃত হতে পড়ে। অন্যদিকে, বই নিয়ে চর্চার মাধ্যমে তার অতুলনীয় বিনোদিনী শক্তিকে মেলে ধরার মাধ্যমে সমাগত দর্শক-শ্রোতাকে পাঠকে রূপান্তরিত করায় প্রয়াসী হলে বইমেলার চোখের বালি নয়নমণিতে পরিণত হওয়াটা তো সময়ের অপেক্ষা মাত্র। প্রামাণ্য বা সত্যতা, জ্ঞানের আকর বা শিক্ষার সোপান, কিংবা তার পরম বিশ্বাসের পবিত্র চেতনা প্রভৃতি নানা বিশেষত্বে মোড়া প্রকৃতিতে নয়, বইয়ের বিনোদনমুখিতাই বইমেলার রক্ত সঞ্চালনের সহায়ক। তার অনুষ্ঠানাদিও সেই বইমুখী দৃষ্টিতে আবশ্যিক হয়ে অঠে। তাতে বইবাহিককে আর বেয়াইমশাই হতে হয় না। আর বইমেলাও হয় লেখক- প্রকাশক- পাঠকের, নিছক আমুদে দর্শক বা শ্রোতার নয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বাড়িতে অ্যাডমিট কার্ড, পুলিশি সহায়তায় সঠিক সময় পরীক্ষা দিল দুই পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলটি: সোমবার প্রথম দিনে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড আনতে ভুলে গেল দুই পরীক্ষার্থী। কুলটি ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক ও কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার নির্দিষ্ট সময়ের আগে এনে দেন। কুলটি গার্লস স্কুলের ঘটনা। জানা গেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে কুলটি গার্লস স্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন দুই ছাত্রী গঙ্গা বাউরি এবং চন্দনা বাউরী। তারা অ্যাডমিট কার্ড ভুলে গেছিলেন। বিষয়টি জানতে পারেন কুলটি ট্রাফিক গার্ডের ওসি চিন্ময় মণ্ডল। তিনি এবং এএসআই স্বপন রজক দুজনে মিলে দুই ছাত্রীকে

নিয়ে অ্যাডমিট কার্ড তাদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। চন্দনা বাউরী চুনগাড়ি বরাকর এলাকার বাসিন্দা এবং গঙ্গা বাউরী কাঁকরশোল নিয়ামতপুর এলাকার বাসিন্দা। চিন্ময় মণ্ডল নিজের গাড়িতে এবং স্বপন রজক নিজের মোটরসাইকেলে তাদের নিয়ে গিয়ে দুই ছাত্রীর বাড়ি থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে আসেন। দুই ছাত্রী নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হলে শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারে।

অপরদিকে আসানসোল সেন্টমারি গোরেটির ছাত্রী তনুশ্রী ভার্মা শনিবার দিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়। শারীরিক পরীক্ষার পর জানা যায় তার জন্ডিস হয়েছে। সোমবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে পরীক্ষা দেয়। তার পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল মণিমালা গার্লস স্কুল।

কড়া নজরদারি ও নিরাপত্তার মধ্যে কাঁকসায় সম্পন্ন মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার থেকে শুরু হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিন সকাল ১০ টায় কাঁকসার যে সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি রয়েছে তাতে চুড়া নিরাপত্তায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করানো হয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর দুর্গাপুর মহকুমা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২,২৩৬ জন। যার মধ্যে ছাত্র রয়েছে ৫,৫৮৩ জন ও ছাত্রী রয়েছে ৭,৬৫৩ জন। প্রতিটি কেন্দ্রেই কড়া নজরদারি রাখা হয়। অ্যাডমিট কার্ড দেখেই পরীক্ষার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। হাত ঘড়ি, মোবাইল, ইলেকট্রনিক্স জিনিস সহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে ভিতরে কাউকে এদিন প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এদিন পরীক্ষা শুরুর আগে কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুল ও পানাগড় বাজার হাই স্কুলের সকল পরীক্ষার্থীদের হাতে গোলাপ ফুল ও একটি করে কলম তুলে দেওয়া হয়।

এদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে দুই ছাত্রী ভুল করে পানাগড় বাজার হাই স্কুলের বদলে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে দেখে তাদের পরীক্ষার সিট পড়েছে পানাগড় বাজার হাই স্কুলে।দুটি পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব অনেকটাই। তৎক্ষণাৎ ট্রাফিক পুলিশকে বিষয়টি জানালে কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত অস্থায়ী হোমগার্ড শেখ কেতাবুল তড়িঘড়ি বাইকে করে দুই পরীক্ষার্থীকে সঠিক পরীক্ষাকেন্দ্রে সময়ের আগেই পৌঁছে দেয়। অন্যদিকে সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে নির্বিঘ্নে শেষ হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। কাঁকসা ব্লকের অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন কোনো সমস্যা না হলেও এদিন পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেন তাদের ছেলেমেয়েরা ঘড়ি ছাড়া পরীক্ষা দিতে পারবে না। কারণ পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় সকলের হাতের কাঁটা দেওয়া ঘড়িও খুলে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকানো হয়। এই নিয়ে কর্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে শুরু হয় বচসা। এই বিষয়ে অবিভাবকরা কাঁকসার বিডিও পর্ণা দেকে ফোন করে বিষয়টি জানালে কাঁকসার বিডিও পরীক্ষা শুরুর প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে ৮টি ঘড়ি ৮টি রুমে লাগানোর ব্যবস্থা করেন। এদিকে পরীক্ষা শেষ হতেই সকলকেই হাসি মুখে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বাইরে বেরোতে দেখা যায়। পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে যেমন পানীয় জল, আলো, মেডিকেল টিম রাখা হয়েছিল। তেমনই কাঁকসা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে নজরদারি রাখা হয়। কাঁকসার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অতিরিক্ত ট্রাফিক গার্ড মোতায়েন করা হয়েছিল।

পরীক্ষার্থীকে সেন্টারে পৌঁছে দিল পুলিশ: পরীক্ষা দিতে আসার সময় মাঝপথেই তেল শেষ হয়ে যায় বাইকের। আটকে পড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার সেন্টারে পৌঁছে দিল পুলিশ। সোমবার এমনই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন আউশগ্রামের দীননাথপুর এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আউশগ্রামের ভেদিয়া হাইস্কুলের পড়ুয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রঞ্জিত দাসের পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে রামনগর হাইস্কুলে। এদিন রঞ্জিত একজনের বাইকে চড়ে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল।

দৃষ্টিহীন বাবা-মা'র মেয়ে স্নেহাকে দায়িত্ব নিয়ে সেন্টারে পৌঁছে দিলেন পুলিশ মামা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: মাধ্যমিক প্রত্যেক পরীক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম বড় পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষা দিতে যাওয়ার কিছুটা ভয় কিছুটা উৎকণ্ঠা কাজ করছিল স্নেহা হালদারের। চুঁচুড়া চকবাজারের বাসিন্দা স্নেহা হুগলি গার্লস স্কুলের ছাত্রী। বাড়ির কাছেই স্কুলে এতদিন পড়াশোনা তার। কিন্তু মাধ্যমিকের সিট পড়েছে শিক্ষা মন্দির স্কুলে। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। কীভাবে পরীক্ষা দিতে যাবে? ভাবনা ছিল।

স্নেহার মা শিবানী হালদার এবং বাবা মৃত্যুঞ্জয় হালদার, দু'জনেই দৃষ্টিহীন। ট্রেনে ভিক্ষা করেন। তাদেরই পথ চলতে মেয়ের সাহায্য নিতে হয়। দুশ্চিন্তায় ছিলেন স্নেহার মা-বাবা। তখনই সহায় হলেন পুলিশকর্মী সুকুমার উপাধ্যায়।

সুকুমার বাবু চন্দননগর পুলিশের কনস্টেবল। দৃষ্টিহীনদের নিয়ে কাজ করার সুবাদে স্নেহার মা বাবার সঙ্গে তার পরিচয়। স্নেহার মা সুকুমারকে ভাইফোঁটা দেন সেই পরিচয়ের সুবাদে। স্নেহার মাধ্যমিক পরীক্ষা তাই তাকে বোর্ড পেন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেন পুলিশ মামা। পরীক্ষাকেন্দ্রে যে স্কুলে সেই স্কুল আগের দিন দেখিয়ে নিয়ে আসেন তার বাইকে বসিয়ে। যদি স্নেহাকে এক একা যেতে হয় তার জন্য দু'শ টাকাও দেন। পুলিশের কাজে ছুটি নেই। কখন কোথায় যেতে হয়। তাই স্নেহাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেও ভাবনায় থাকেন যদি সময়ে যেতে না পারেন, যদি কাজ পড়ে যায়। তবে সোমবার তাদের পরীক্ষার দিন দূরে কোথাও কাজ পরেনি বলে সুকুমার সকাল সকাল স্নেহাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেন। পুলিশ মামার বাইকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় স্নেহা তাই খুশি।

মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের সচেতন করতে অভিনব পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন ,বাগনান: সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে অভিনব বার্তা সম্বলিত পোস্টার দেখা গেল হাওড়ার বাগনানে। এদিন বাগনানের মুর্গাবেড়িয়া নজরুল বিদ্যাপীঠে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। এই বিদ্যাপীঠের পাশে একটি ফুটবল মাঠে অভিভাবকদের বসার জায়গা চা, জল এবং বিস্কুটের ব্যবস্থা করেছিলেন বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশিক রহমান। বাগনানের বিধায়ক অরুণাভ সেনের নির্দেশ মতো এই আয়োজন ফি বছর করা হয় বলে জানা গিয়েছে। এদিন গার্জেন্স টেন্টে এক অভিনব পোস্টারকে ঘিরে তীব্র উৎসাহের সৃষ্টি হয়। অনেক অভিভাবককে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে ও শোনা যায়। পোস্টারে লেখা রয়েছে 'মাধ্যমিকের পর সন্তানদের সময় দিন, প্লিজ!' এই পোস্টারের যিনি উদ্যোক্তা সেই বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান আশিক রহমানের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকের পর সন্তানরা একটু বেশি চাপে থাকে। অনেক সময়ে অঘটন ঘটে। ইদানিংকালে অভিভাবকরা ও অজান্তেই প্রত্যাশা তৈরি করেন। তাই এই সময়ে সন্তানদের সময় দেওয়া বিশেষ জরুরি বলে মনে করি।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মন্দিরা নৃত্যকলা কেন্দ্রের শাস্ত্রীয় সন্ধ্যার অনুষ্ঠান। 'কত্থক যাত্রা'র অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৃত্য গুরু সুলক্ষণা চ্যাটার্জী। এরপর ওস্তাদ জাকির হোসেন পণ্ডিত বিরজু মহারাজ ও আয়োজক সংস্থার পৃষ্ঠপোষক স্বর্গীয় সাধনা লালার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান সহ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন মন্দিরা মিত্র। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, চিত্র সাংবাদিক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক, সমাজসেবী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক মৃণালজিৎ গোস্বামী, সমাজসেবী দীপক রায় প্রমুখ। পৌলমী ঘোষ ও অনিন্দ্য সুন্দর রায়ের সঞ্চালনায় এদিন এই অনুষ্ঠান অন্য মাত্রা রূপ নেয়। মন্দিরা নৃত্যকলা কেন্দ্রের কর্ণধার মন্দিরা মিত্র বলেন কুড়ি বছরের এই যাত্রাপথে এবছর প্রায় ৭০ জন ছাত্রী নৃত্য পরিবেশন করেন।

সোমবার শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর আগে বেণীমাধব মোড়ে স্কুলের গেটে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে সিউড়ি সদর মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিনহা।

দৌলতপুর গ্রামে ওড়নার ফাঁসে মৃত্যু যুবতীর: বাড়ির অদূরে বটগাছে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু হল এক যুবতীর। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবতীর নাম মালনি মাহাতো(২৬)। তার বাড়ি পুরুলিয়ার আদ্রা থানার দৌলতপুর গ্রামে। সোমবার স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর জানিয়ে ফাঁস কেটে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পঞ্জাব নেশনল বৈঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

লেক রোড শাখা (০৩৪৪২০)
২০২, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৯, ই-মেইল : bo034420@pnb.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **মেসার্স ম্যাক্রোটেক ইন্ডিয়া, একটি অংশীদারী ফার্ম** যার রেজি. অফিস পি-৬, ননীগোপাল রায়চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০ ০১৪, **পূর্বতন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (বর্তমানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক) লেক রোড শাখা** থেকে ঋণ সুবিধা নিয়েছিল। মূল কনভেয়েন্স দলিল নং ৬০৫,৬০৬,৬০৭,৬৩১ এবং ৬৩২ - ২০০৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, কদম্বগাছি, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) মূল দলিল করে নিম্নোক্ত তফসিল অনুযায়ী সম্পত্তি জামিনদত্ত হয়েছে। **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, শাখা : লেক রোড ০৬.০২.২০২৫ তারিখে** রবীন্দ্র সরোবর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রি (জিডিই) নং ৩৭৭, মূল হস্তান্তর দলিল হারানো বা স্থানান্তরের বিষয়ে দাখিলকৃত হয়েছে।
যদি পাওয়া যায়, অনুগ্রহ করে নোটিশের তারিখ থেকে **৭ দিনের** মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করুন, অন্যথায় তফসিলকৃত সম্পত্তির আসল দলিল কারও কাছে নেই বলে ধরে নেওয়া হবে। আরও, **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লেক রোড শাখা** সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দখলীকৃত। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে এই সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য।

সম্পত্তির তপশিল

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৫টি খালি প্লট জমি/সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : দিঘা,থানা : বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিশ : কদম্বগাছি, জেএল নং ৯৮, তৌজি নং ১২ (নতুন), ১৪৬ (পুরানো) , দাগ নং ১৮২২, ১৮০১, ১৭৭৪,১৮০০, ১৭৭৫ এবং ১৭৭৬, এলআর খতিয়ান নং ১৫২, ১৮৯, ২৪৪, ৪১১, ৮৪২, ৫৯২, ২৪৬, ৫৮৪, ৮৫, ৪৯, ২৫১, ১৮৯, এবং ৩৫৫/১, জমির পরিমাণ বিভিন্ন মাপের যেমন ১) ০৪ ১/২ , শতক/ডেসিমেল ২) ২৯ ৩/৪ , শতক/ডেসিমেল ৩) ১৫ শতক/ডেসিমেল, ৪) ২৮ শতক/ডেসিমেল, ৫) ২৯ শতক/ডেসিমেল, মোট ১০৬ ১/৪ শতক/ডেসিমেল উল্লেখ্য ৫টি ব্যক্তিগত /পৃথক বিক্রয় দলিল নং ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬৩১, এবং ৬৩২ -সমুদয় ২০০৪ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর, কদম্বগাছি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **মেসার্স ম্যাক্রটেক ইন্ডিয়া, একটি অংশীদারি সংস্থার অনুকূলে বর্তমান মালিকানাধীন।**

তারিখ : ১১.০২.২০২৫ — **শাখা হেড,**
স্থান : কলকাতা — **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**

SKIPPER Limited
স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ০০৩- ২২৮৯৫৭৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৮৯৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, **ওয়েবসাইট:** www.skipperlimited.com

এতদ্বারা ২০১৩ সালের (আইন) ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি কিছু থাকে, আইনের এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ এবং ২২ (কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী বা পুনপ্রণয়ন সাময়িক বলবৎ সহ) সংস্থান অধীনে জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২২ তারিখ ৫মে ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক (এমসিএ সার্কুলার) জারিকৃত, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ অধীনে স্কিপার লিমিটেড (কোম্পানি) সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে সদস্যগণের উদ্দেশ্যে , যাদের ই-মেল ঠিকানা ডিপোজিটরিজ (এনএসডিএল/সিডিএসএল) বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের নিকট শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ কাট অফ ডেড অনুযায়ী নিবন্ধিত তাদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে-৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশ শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ (কাট অফ তারিখ) তারিখে নথিভুক্ত সদস্য/বেনিফিসিয়াল মালিকদের তালিকা থেকে প্রাপ্ত নাম অনুসারে। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন তাঁদের কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি ব্যবহার করা উচিত।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ, www.skipperlimited.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ, www.bseindia.com এবং www.nseindia.com। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.evoting.nsdl.com -তেও পাওয়া যাচ্ছে।
কোম্পানি শ্রী রাজ কুমার বাস্থিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (মেম্বারশিপ নং - A17190/CP-18428), ব্যর্থ হলে শ্রী মনোজ কুমার বাস্থিয়া, (এসিএস ১১৪৭০/সিপি-৭৫৯৬), মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা -এর অংশীদারকে পোস্টাল ব্যালট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং তিনি স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন।
কোম্পানিটি তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে এবং ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানের জন্য কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") দ্বারা অনুমোদিত ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") সংস্থাকে নিযুক্ত করেছে। ভোট প্রদানের পদ্ধতি এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশের সাথে প্রদত্ত নোটের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়া যাবে:

ই-ভোটিং শুরু	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সকাল ৯.০০টা
ই-ভোটিং শেষ	১২ মার্চ ২০২৫ বিকাল ৫.০০টা

সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ১২ মার্চ ২০২৫ বিকাল ৫.০০টার (আইএসটি) আগে। এর পরপরই এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমতি দেওয়া হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুযায়ী শেয়ারধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা ফিজিক্যাল বা ইলেকট্রনিক আকারে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেবেন। ভোটের অধিকারও কাট-অফ তারিখে সদস্য(দের) নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে। একটি রেজুলেশনের উপর একবার একজন সদস্য দ্বারা ভোট দেওয়া হলে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।
কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোডে বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.com**-এ একটি অনুরোধ পাঠান।
ই-ভোটিং যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরে স্ক্রুটিনাইজার তাদের প্রতিবেদন কোম্পানীর কাছে জমা দেবেন কিন্তু পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের পরে নয়, এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.skipperlimited.com** -তে এটি স্থাপন করা হবে। সেইসঙ্গে ফলাফল বিএসই এবং এনএসই -তেও দেওয়া হবে। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি উল্লেখ করতে পারেন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল **www.evoting.nsdl.com** -এর ডাউনলোড বিভাগে পাওয়া যাবে অথবা টোল ফ্রি নম্বরে কল করুন- ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ বা **www.evoting.nsdl.com** - একটি অনুরোধ পাঠান।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
অনু সিং
স্বা/-
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, শ্রী অন্নপূর্ণা কটন মিলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি., ফিডার রোড, শ্যামনগর, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১২৭, পশ্চিমবঙ্গ-এর ব্যবস্থাপনা বিভাগ- কর্মীদের মোট বকেয়া পরিমাণ (সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে) মিটিয়ে দিয়েছে এবং ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ থেকে স্পিনিং মিলের কাজ বন্ধ করা হয়েছে এবং প্রদেয় কোনও বকেয়া নেই। যাহোক, কোনও কর্মীর বকেয়া থেকে থাকলে, তিনি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে আদায়ের জন্য দাবি করতে পারেন এবং উপযুক্ততা প্রমাণে বকেয়া প্রদান করা হবে। অনুগ্রহ পূর্বক অবগত হোন, পরবর্তীতে পরিচালন ব্যবস্থার পক্ষে কোনও অঙ্গীকার/ দায়বদ্ধতা থাকবে না।

তারিখঃ ১১/০২/২০২৫

SBI
এসবিআই এসএমই সেন্টার, বালিগঞ্জ (১৫৭৪৩)
৫ম তল, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯
ইমেল : sbi.15743@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No.32591467508

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৬.১১.২০২৪** তারিখে **১) শ্রীমতী অনুপমা সামাল, ২) শ্রীমতী মোনালিসা সামাল এবং ৩) শ্রী অমিত সামাল, ঋণগ্রহীতা প্রয়াত শ্রী ক্ষীরোদ কুমার সামাল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ফ্ল্যাট নং ১বি, ২য় তল, ৪৩২, পর্ণশ্রী পল্লী, পো. এবং থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৬০** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৫,৪০,১৮১.১৩ টাকা (পঁচিশ লাখ চল্লিশ হাজার একশ একাশি টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ২৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৫,৪০,১৮১.১৩ টাকা (পঁচিশ লাখ চল্লিশ হাজার একশ একাশি টাকা এবং তেরো পয়সা) টাকা ২৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১বি, দোতলায়, পশ্চিম দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট আনুমানিক, সংশ্লিষ্ট ৫০ শতাংশ অংশ সিঁড়ি এবং ১০ শতাংশ সকলের ব্যবহারের পরিষেবাএরিয়া কমবেশি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১৫০ বর্গফুট একতলায় এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগঅংশ , কেএমসি প্রেমিসেস নং ৪৩২, পর্ণশ্রী পল্লি,থানা : বেহালা, বর্তমানে পর্ণশ্রী,কলকাতা ৭০০০৬০। ফ্ল্যাট তিন বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন,দুই টয়লেট, এক ডব্লুসি , এক বারান্দা সমন্বিত। নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ১৮৭৬ থেকে ১৯০৬, দলিল নং ০০১০০-২০০৯ সালের।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী ক্ষিরোদ কুমার সামাল (প্রয়াত)
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : সমিতি প্লট নং ৪৩৩; **দক্ষিণে :** সড়ক; **পূর্বে :** বয়েজ স্কুল খেলার মাঠ; **পশ্চিমে :** সমিতি প্লট নং ৪৩৪।

তারিখ - ১০.০২.২০২৫ — **অনুমোদিত অফিসার,**
স্থান - বালিগঞ্জ — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ফর্ম জি
রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
ইউনিট নং ৪১এ/৪৪, লিগাসি বিল্ডিং, ৫ম তল, ২৫এ শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ-এ মিডিয়া এবং পাবলিশিং কেবল টেলিভিশন অধীন এবং ডিটিএইচ পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	নাম : **রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রা. লি.** PAN : AAGCR8716B CIN : U64204WB2012PTC180335	
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ইউনিট নং ৪১এ/৪৪, লিগাসি বিল্ডিং, ৫ম তল, ২৫এ শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা - ৭০০০১৭, পশ্চিমবঙ্গ	
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	ওয়েবসাইট নেই	
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী আরও বিস্তারিত জন্য যোগাযোগ করুন : cirp.rechnet@gmail.com	
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়	
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়	
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	১৭ জন কর্মী	
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	৩১ মার্চ ২০১৮ https://ibbi.gov.in/en/claims/front-claim-details/20324	
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	ইওআই -এর বিস্তারিত এবং উপযুক্ততার শর্ত জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন cirp.rechnet@gmail.com	
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ		২৬.০২.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ		০৮.০৩.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ		১৩.০৩.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ		২৩.০৩.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ		২৮.০৩.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ		২৭.০৪.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি		cirp.reachnet@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	উদয়ম রেজেস্ট্রেশন নং : UDYAM-MH-18-0001329	

স্বা/-
সিএ ভারতী মনোজ দাগা
প্রস্তাব পেশাদার
রিচনেট কেবল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড- এর পক্ষে
রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P-01963/2020-2021/13070
এএফএ নং : AAI/13070/02/311225/107325
এএফএ বৈধ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ১১.০২.২০২৫
স্থান : মুম্বই

ফর্ম জি
এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
এভারেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হাউস এ সেক্টর, নাহারলাগুন, অরুণাচলপ্রদেশ, ভারত ৭৯১১১০-ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রোকিউরমেন্ট, এবং নির্মাণ ব্যবসা পরিচালনকারী
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড CIN : U45203AR2006PLC008234 PAN : AABCE7178B
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	এভারেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হাউস এ সেক্টর নাহারলাগুন, অরুণাচলপ্রদেশ, ভারত, ৭৯১১১০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	৪৫/১ রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড জয়সওয়াল ম্যানসন, ৩য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬ কর্পোরেট অফিস : জিএন-১০, সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	কোম্পানি প্রধানত ইপিসি ব্যবসায় নিযুক্ত। দেশে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ কাজ এবং বৈদ্যুতিক ওভারহেড নির্মাণ কাজের সঙ্গে সংযুক্ত পরিকাঠামো কাজের ব্যবস্থা করে
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য (২০২৩-২৪) অনুযায়ী টার্নওভার : ৬,৫৭,৯৪০.৩০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	১৩
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণ কর্তৃক ইমেল দ্বারা বিশেষ অনুরোধে ইমেল : cirp.everest@gmail.com এবং আইবিবিআই-এর ওয়েবসাইট : https://ibbi.gov.in/en/claims/corporate-personals
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	আগ্রহ প্রকাশক বিস্তারিত প্রক্রিয়া নথিতে উপযুক্ততার নথি উল্লিখিত মতে পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে cirp.everest@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৬.০২.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৮.০৩.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৩.০৩.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৩.০৩.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৮.০৩.২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭.০৪.২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.everest@gmail.com

স্বা/-
জীতেন্দ্র লোহিয়া
প্রস্তাব পেশাদার
রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
এএফএ নং : AAI/10339/02/311225/107871, এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড'এর পক্ষে
তারিখ : ১১.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক. নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. প্রতীকী দখলের তারিখ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **টেকনো পাওয়ার সার্ভিসেস পাওয়ার লি.** ৫৩ জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ আরও সুরিখালি, পো-পাঁচলা, থানা - উলুবেড়িয়া, হাওড়া - ৭১১৩২২ ২. **শ্রী রাজেশ আগরওয়াল (ডিরেক্টর)** ৫৩ জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ আরও সুরিখালি, পো-পাঁচলা, থানা - উলুবেড়িয়া, হাওড়া - ৭১১৩২২ ৩. **মেসার্স সুপ্রিম অ্যান্ড কোং প্রা. লি.** ৩৩/১ নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ৩৩৯, কলকাতা - ৭০০০০১ আরও পি-২০০, বেনারস রোড, হাওড়া - ৭১১১০৮	ক) **১,৭৭,৩৮,২১৪.৮২ টাকা** (এক কোটি সাতাত্তর লাখ আটত্রিশ হাজার দুশো চোদ্দ টাকা এবং বিরাশি পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৪৪৯৮, ০৫.০৪.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩০.০৬.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) খ) ২০.০৪.২০২৪ গ) ০৫.০২.২০২৫ (স্বত্ব দখলীকৃত)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/আরএস দাগ নং ১০২, জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৬.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/ আরএস দাগ নং ১০৩, জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৭৫ ডেসিমেল , এলআর/ আরএস দাগ নং ১৪৫। জমির পরিমাণ আনুমানিক ৩.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/ আরএস দাগ নং ১৪৬। জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০.৫ ডেসিমেল, এলআর/ আরএস দাগ নং ১৪৮। জমির পরিমাণ আনুমানিক ৮.৭৫ ডেসিমেল , এলআর/ আরএস দাগ নং ১৪৯। জমির পরিমাণ আনুমানিক ২০.৭৫ ডেসিমেল, এলআর/ আরএস দাগ নং ১৫০। জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৪ ডেসিমেল , এলআর/ আরএস দাগ নং ১৫১। মোট ৮০ ডেসিমেল, খতিয়ান নং ৮৮০/১, ৭৫৪/২ এবং ৩৪১/১, মৌজা সুরীখালি, জেএল নং ৯৮, জেলা হওড়া, এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত।
১. **মেসার্স এস বি এন্টারপ্রাইজ** মাজু শেরপুর, ৭ নং কুসুমপুর, থানা : মরিশদা, শিবালয় মন্দিরের নিকট, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪০২। ২. **শ্রী স্নেহাশীস দাস (স্বত্বাধিকারী)** পিতা হরেকৃষ্ণ দাস, বিএল-এ, ৪র্থতল, এফএল-৩সি, ১৮, যোগেন্দ্র নাথ সরকার স্ট্রিট, শ্রীভূমি, পাতিপুকুর ফিস মার্কেট, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৪৮।	ক) **১,১৮,৪৭,৯৫৬.৩৬ টাকা** (এক কোটি আঠার লাখ সাতচল্লিশ হাজার নশো ছাপান্ন টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ***********৬৮৮৮, ২৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) খ) ০৬.১১.২০২৪ গ) ০৬.০২.২০২৫ (প্রতীকী দখলীকৃত)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৬ কাঠা ৩ ছটাক, সমপরিমাণ ২৭ ডেসিমেল কমবেশি অংশ আরএস/ এলআর দাগ নং ৮১৯ এবং ৮২২, আরএস খতিয়ান নং ২৮১৫, এলআর খতিয়ান নং ২৮৯৫, মৌজা রুইয়া, জেএল নং ২০, আরএস নং ৪১,তৌজি নং ১৭২, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পিন : ৭০০১১৯, তদস্থিত আরসিসি দুই তলা ফ্যাক্টরি ভবন, মোট ঢাকা এরিয়া আনুমানিক এরিয়া আনুমানিক ৭৫৮৪ বর্গফুট (একতলা ৬৮৯৪ বর্গফুট এবং দোতলা ৬৯০ বর্গফুট) এবং **উক্ত প্রেমিসেস এর চৌহদ্দি : উত্তরে :** খাল/ **দক্ষিণে :** দাগ নং ৮১৯/ **পূর্বে :** ২৪ ফুট চওড়া সড়ক / **পশ্চিমে :** ২৪ ফুট চওড়া সড়ক।
১. **মেসার্স রাকিব ফিস সাপ্লায়ার** গ্রাম : খড়িবাড়ি পাড়া-ফিস মার্কেট, থানা : শাসন, পো : মুদিয়া হাট , মৌজা : ১৭৬, উত্তর ২৪ পরগনা,ভারত, পিন : ৭০০১২৮। ২. **শ্রী রাকিবুল ইসলাম (স্বত্বাধিকারী),** পিতা রবিউল ইসলাম, চৌমোহা উত্তরপাড়া, চৌমোহা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২৮। ৩. **শ্রী রবিউল ইসলাম,** পিতা প্রয়াত সিরাজুল ইসলাম, চৌমোহা উত্তরপাড়া, চৌমোহা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১২৮।	ক) **২৯,৭৭,৬৭৪.৬৪ টাকা** (উনত্রিশ লাখ সাতাত্তর হাজার ছশো চুয়াত্তর টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) টাকা লোন এ/সি নং ***********১৫৬২, ৩১.০৫.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ৩১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ প্রযোজ্য) খ) ০৬.১১.২০২৪ গ) ০৬.০২.২০২৫ (প্রতীকী দখলীকৃত)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৮ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা চৌমুহা, জেএল নং ১৭৬, তৌজি নং ১৪৬, দাগ নং ৭৫৭, খতিয়ান নং ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ১৪৪৮, থানা : বারাসত, কৃতিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আবু আলি গণ্ড এর সম্পত্তি /**দক্ষিণে :** আবদুল হামিদ এর সম্পত্তি/ **পূর্বে :** জামলউদ্দিন গণ্ড এর সম্পত্তি/ **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত সড়ক।

তারিখ : ১১.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সরকারি জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো ইংরেজবাজার থানার নিমাসরাই এলাকায়। আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে নিমাসরাই এলাকায় স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে এক পরিবারের ব্যাপক গন্ডগোল বাঁধে। আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে মারার হুমকি দেওয়া হয় পরিবারের সদস্যদের। এরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ওইদিন রাতের ঘটনার পর আক্রান্তের ভানু মহালদারের পরিবার ইংরেজবাজার থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার সকালে পুলিশ তদন্তে এসে স্থানীয় এই ক্লাবটি থেকে একটি পাইপগান, একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিমাসরাই এলাকার বাসিন্দা পেশার ব্যবসায়ী ভানু মহালদার ও তার পরিবারের লোকেরা এলাকার একটি সরকারি জমিজবর দখলের প্রতিবাদ করেছিলেন। স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন সদস্য ওই সরকারি জমিটি বেআইনিভাবে দখল করেছিল বলে অভিযোগ। আর এই প্রতিবাদের জন্যই এদিন রাতে ভানু মহালদারের পরিবারের ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা।

আক্রান্ত ভানু মহালদার পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, আমার বাড়ির পাশে রয়েছে মহানন্দা নদী। আর সেই মহানন্দা নদীর পাশেই সরকারি খাস জায়গা দখল করছিল স্থানীয় একটি ক্লাবের কয়েকজন যুবক। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতে এদিন রাতেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলাকারীরা, আমার বাড়িতে হামলা চালায় এবং আমাকে মারধর করা হয়। যদি ওই ক্লাবের এক সদস্য কমল সাহা জানিয়েছেন, এই ঘটনায় ক্লাবের কেউ জড়িত নয়। ব্যক্তিগত কোনও পুরনো বিষয় নিয়ে গোলমাল বেঁধে থাকতে পারে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাবু শেখ নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনা, হাসপাতাল থেকে পরীক্ষা দিল ২ ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বাইকের সঙ্গে বাইকের দুর্ঘটনা। আহত দুই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রী ও বাইক চালক। আহত তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয় অশোকনগর সব্দালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। বাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বারাসাত হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহত দুই পরীক্ষার্থীর চিকিৎসা হয় গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে পুলিশ এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের চেষ্টায় হাসপাতালে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। জঙ্গলপুর কাঠমিল এলাকায় বাইকের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় লোকজন আহত তিনজনকে উদ্ধার করে সব্দালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। দুই ছাত্রীর বাড়ি অশোকনগর দাতারী মণ্ডল হাট এলাকায়। গুমা নজরুল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাজিবপুর স্কুলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। ঘটনাস্থলে অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এর নেতৃত্বে রয়েছে পুলিশ বাহিনী থেকে পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে দুই ছাত্রী।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১.১৪	৭.২৬	২.৬৩
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	০.৫৯	৬.২৫	২.৪১
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	০.৫৯	৬.২৫	২.৪১
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	০.৫০	৫.৪২	২.২৩
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	০.৫০	৫.৪২	২.২৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	১.০০	১০.৮২	৪.৪৪
	২. মিশ্রিত :	১.০০	১০.৮২	৪.৪৪

দ্রষ্টব্য :

ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০২.২০২৫

আরামবাগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মনোবল বাড়াতে খোদ প্রশাসনিক কর্তা রাস্তায়

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

সোমবার ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল ২০২৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। এ বছরও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। সারা রাজ্যের মতো আরামবাগ মহকুমাতেও এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বিশেষ নজর কাড়ছে। ছাত্রদের টেক্কা দিয়ে এবারও পরীক্ষা কামাল করতে চলেছে রাজ্যের কন্যাশ্রী'রা। এদিন প্রথম ভাষার পরীক্ষা হয়। এক প্রকার নির্বিঘ্নেই প্রথম দিনের পরীক্ষা শেষ হল আরামবাগ মহকুমায়। শিক্ষাদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগ মহকুমায় ১৩,৩৮১ জন পরীক্ষার্থী এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর মধ্যে রেগুলার ছাত্রের সংখ্যা ৫,৭০৪ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৭,৩০৯ জন। রয়েছে সিসি ছাত্র ৩৪ এবং সিসি ছাত্রী ৩২৭ জন। এবছর মেন ভেন্যু হয়েছে ১২ টা এবং সাব ভেন্যু হয়েছে ২১টা। এবছর আরামবাগ মহকুমায় ছাত্রীর সংখ্যা ১৬০০ জন বেশি। তবে, গত বছরের তুলনায় এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর গ্রাফ উর্ধমুখী হওয়ায় খুশি শিক্ষকমহল। পরীক্ষার শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসন যাবতীয় বিষয়ের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। এবছর পরীক্ষা শুরু হয় ১১ টা থেকে। ১০৪৫ এ প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, ১৫মিনিট প্রশ্ন পড়ার জন্য, কিন্তু লেখা শুরু হয় এগারোটা থেকে। ১০৫৫ তে খাতা পায়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রশাসনের তরফে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। অ্যাম্বুল্যান্স ও গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোর বাইরে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুলিশ। আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, ওরা তো এখনও ছোট। তার ওপরে প্রথম বাইরের পরীক্ষা ও জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা। তাই ওরা যাতে মন দিয়ে পরীক্ষাটা দেয় তার জন্য আমরা সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে বেরিয়েছিলাম।

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১। ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com,
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)			৪,০৭৪.৩৯		১৩৩৮৬.০১	১৩৪৩৬.৬২
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১৭৩৮.৬৯)	(১৬৬৫.২৯)	(৪৫১৫.৬৭)	(৫০১৭.০৫)	(৮২৫৯.৩০)	(১০১১৫.৬৭)
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১৭৩৮.৬৯)	(১৬৬৫.২৯)	(৪,৫১৫.৬৮)	(৫,০১৭.০৫)	(৮,২৫৯.৩০)	(১০,১১৫.৬৭)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৭৩৮.৬৯)	(১,৬৬৫.২৯)	(৪,৫১৫.৬৮)	(৫,০১২.৬৪)	(৮,২৬৬.০৬)	(৯,৯১১.২২)
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১,৭৩৮.৬৯)	(১,৬৬৫.২৯)	(৪,৫১৫.৬৮)	(৫,০১২.৬৪)	(৮,২৬৬.০৬)	(৯,৯১১.২২)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা মূল্যের)	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	১,৭২২.৪৯	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-	-	(৫৪,২৭২.৫৪)
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)						
মৌলিক :	(১০.০৯)	(১.৯৩)	(৫.২৪)	(২৯.১০)	(৯.৬০)	(১১.৫১)
মিশ্রিত :	(১০.০৯)	(১.৯৩)	(৫.২৪)	(২৯.১০)	(৯.৬০)	(১১.৫১)

দ্রষ্টব্য

১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই (www.bseindia.com) এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

অ্যাডমিট না পাওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারল না বনগাঁর ৩ পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: অ্যাডমিট না আসার কারণে পরীক্ষা দিতে পারল না বনগাঁর তিন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। স্কুলের শিক্ষকদের গাফিলতির অভিযোগ ছাত্র ও অভিভাবকদের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের রানিহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দুই ছাত্র শুভজিৎ খাঁ, দীপ মণ্ডল এবং নিউ বনগাঁ গার্লস স্কুলের এক ছাত্রী সঞ্চিতা বিশ্বাস অ্যাডমিট কার্ড না আসার কারণে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারল না। স্কুলের শিক্ষকদের গাফিলতির জন্যই তাদের একটা বছর ক্ষতি হয়ে গেল বলে অভিযোগ তোলে ছাত্ররা। এই বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিট কার্ড আসার পরে গত

স্কুলের অসহযোগিতার অভিযোগ তুলল পড়ুয়ারা

শুক্রবার স্কুলের তরফ থেকে এই দুই ছাত্রের পরিবারের কাছে ফোন করা হয়েছিল। অভিভাবকদের স্কুলে গিয়ে দেখা করার জন্য বলা হয়েছিল। অভিভাবকরা না যেতে পারলেও ছাত্ররা স্কুলে গিয়ে দেখা করে। তাদেরকে স্কুলের তরফ থেকে ১৬ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের আধার কার্ড ও জন্মের শংসাপত্র নিয়ে দেখা করার জন্য বলা হয়। কিন্তু শনিবার অভিভাবকরা স্কুলে গেলেও তাদের অ্যাডমিট কার্ডের কোনও ব্যবস্থা হয়নি এবং স্কুলের তরফ থেকে এবছর আর পরীক্ষা দিতে পারবে না বল জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের। আরো একটা বছর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বলা হয় তাদের। ছাত্রদের অভিযোগ তারা টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করার পরে অ্যাডমিনদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়েছিল। কি কারণে অ্যাডমিট এল না তারা জানে না। যদিও নিউ বনগাঁ গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা সরকার বলেন স্কুল এবং বোর্ডের গাফিলতির কারণে একটি মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারল না। অন্য দুটি মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারলেও একটি মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি এটা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অসহযোগিতার জন্য হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রানিহাটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তার দাবি, শিক্ষকদের গাফিলতির কথাটা স্বীকার করতে পারছি না। কারণ আমরা অ্যাডমিট না আসার পরেই দপ্তরে যোগাযোগ করেছিলাম।

পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তায় মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনিকস্তরে প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে। এবার জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫২ হাজার ৮৯২ জন। তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২৪ হাজার ৬৬৭ ও ছাত্রীর সংখ্যা ২৮ হাজার ২১৬। ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। জেলায় মোট ১২২টি পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে মেইন ভেন্যু ৭৩টি ও অ্যাডিশনাল ভেন্যু ৪৯টি। গত বছরের তুলনায় প্রায় ১ হাজার ৬০০ জন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জেলায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য শহর এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাতেও মাইক, লাউড স্পিকার জাতীয় ইন্সট্রুমেন্ট বাজানো এবং শব্দ বাজির ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারি নিয়ম অমান্য করলে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিবহণ সংগঠনগুলি বাস ভাড়া মুকুব করেছে। জেলার জঙ্গলগুলিতে শতাধিক হাতি থাকায় বনাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বন কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিন হাতি তাড়ানোর গাড়ি ঐরাবত দিয়ে এসকর্ট করে ছাত্র ছাত্রীদের জঙ্গলের রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মতো বনদপ্তরের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন জঙ্গল এলাকার রাস্তাগুলিতেও নজরদারির চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে ১৩,৬৫০ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে ছাত্র ৬,৪০৪ এবং ছাত্রী ৭,২৪৬ জন। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ৩৯। সোমবার সকালে বেলপাহাড়ি এলাকায় নতুন করে বাঘের পায়ের ছাপ মেলায় এবং জেলার বিভিন্ন জঙ্গলে হাতি অবস্থান করায় ওইসব এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে বনদপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন। বেলপাহাড়িতে নতুন করে ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। বনদপ্তর বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট তৈরি করে আতঙ্কিত এলাকায় মাইকিং করছে। কোনও পরীক্ষার্থী হাতির হামলার ভয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে সমস্যায় পড়লে বন দপ্তর তাকে গাড়িতে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছে। জঙ্গলমহলের রাস্তায় রাখা হয়েছে হাতি তাড়ানোর ঐরাবত গাড়ি। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিমিটেড

Ludlow

রেজিস্টার্ড অফিস: কাঙ্কারিয়া এস্তা, ৫ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১,
দূরভাষ নং. ৪০৫০-৬৩০০, **ইমেল:** info@ludlowjute.com, **ওয়েবসাইট:** www.ludlowjute.com
কর্পোরেট আইডেনটিটি নাম্বার (CIN) L65993WB1979PLC032394

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

₹ প্রতি শেয়ার ডেটা ব্যতীত টাকার অঙ্ক লাখে

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫২৪৫	৭৯৩১	৯৯৯৬	২০৬৪৪	৩৪৮৫১	৪৭৬১৮
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	(৩৫৫)	(৪৬২)	(৩৩৫)	(১৭৫২)	(৯৫০)	(১৭৮৬)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৫৫)	(৪৬২)	(৩৩৫)	(১৭৫২)	(৯৫০)	(১৭৮৬)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমীএবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৬০)	(৩৫১)	(২৫১)	(১৩০৯)	(৭১১)	(১২৫৪)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় পরবর্তী সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) অন্তর্গত)	(২৫১)	(৩০৭)	(১৯৩)	(১১৯৬)	(৫৩৭)	(১০৩৪)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতিটি)	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০	১০৮০
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত, বিগত বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে উল্লিখিত মতো)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫৪৩৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ₹ ১০/-প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মূল	(২.৪১)	(৩.২৫)	(২.৩২)	(১২.১৫)	(৬.৬০)	(১১.৬১)
	(খ) মিশ্রিত	(২.৪১)	(৩.২৫)	(২.৩২)	(১২.১৫)	(৬.৬০)	(১১.৬১)

দ্রষ্টব্য :

১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরিক্ষীত এবং কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের স্ব স্ব সভায় এবং এটির সীমায়িত পুনরীক্ষণ, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সম্পাদিত।

২. উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ, যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, রেগুলেশন ৩৩ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র অন্যান্য প্রযোজ্য বন্দোবস্তাদির অধীনে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.ludlowjute.com) এ পাওয়া যাবে।

৩. বিগত সময়কালের রাশিসমূহ, যেখানে প্রয়োজন সেখানেই পুনর্শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল
ডিরেক্টর
DIN-00320459

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০২.২০২৫

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487

রেজিস্টার্ড অফিস : ''ঝিল মিল'' সেক্টর-৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ই-মেল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের খসড়া বিবৃতি

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ (উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৮৯০.৮২	৫৭৪২.৫৩	১৭৫৫.৭৯	১৮৯০.৮২	৫৭৪২.৫৩	১৭৫৫.৭৯
২.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৫২১.৭৪	১৯১৯.৩৩	৪৮০.৭৩	৬৩৭.৮৮	২৩০৩.২৩	৫৮৩.৫১
৩.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫২১.৭৪	১৯১৯.৩৩	৪৮০.৭৩	৬৩৭.৮৮	২৩০৩.২৩	৫৮৩.৫১
৪.	নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩৮২.৭৬	১৪৩২.১১	৩৪১.৩৬	৪৮৫.৫৪	১৯০৭.৫৪	৪২০.৬২
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৩৭০.১৫	১৩৮২.৮২	৩০০.৭৭	৩৯২.১৯	১৭৯৩.০৪	৪৬৩.২০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন(ফেসভ্যালু ১ টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০	৪৬৮.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিতমতো	৬৮৩৭.৫৫ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে	৬৮৩৭.৫৫ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে	৫৫৭৮.৭৩ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে	৮৮৮৮.১৬ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে	৮৮৮৮.১৬ ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে	৭০৪৫.৩২ ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য (ফেস ভ্যালু ১/- টাকা প্রতিটি) - মূল এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	০.৮২	৩.০৬	০.৭৩	১.০৪	৪.০৮	০.৯০

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জেস ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.niccoparks.com) -তে।

২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকেরা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনাও করেছেন।

৩. ক) পার্কের এফ অ্যান্ড বি এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদজনক কার্যাবলী বদলি মরশুমের উপর নির্ভরশীল
খ) রাইডসের মন্ত্রণা, চুক্তি ও অংশাদি বিক্রি ও পরিবর্তন সাপেক্ষ যা চুক্তি সংখ্যার উপর নির্ভরশীল।

৪. অর্থবছর ২০২৪-২৫ এর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @ ২৫% (২৫ পয়সা শেয়ার প্রতি) পরিচালন পর্ষদ তার পূর্বোক্ত সভায় অনুমোদন করেছে। এই অতিরিক্ত অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ @ ৩৫% (পঁয়ত্রিশ পয়সা শেয়ার প্রতি) এবং ২০% (কুড়ি পয়সা শেয়ার প্রতি) ইতিমধ্যে ৯ অগস্ট, ২০২৪ এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুমোদিত এবং এর পরে ২০২৪-২০২৫ এর সাথে সম্পর্কিত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

৫. ২৩.০২.১৯৯০ তারিখের জয়েন্ট সেক্টর এগ্রিমেন্ট (''জেএসএ'') অনুসারে দ্য ন্যাশনাল ইনসুলেটেড কেবল কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (বর্তমানে নিক্কো কর্পোরেশন লিমিটেড নামে পরিচিত - এনসিএল লিকুইডেশনের অধীনে), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিটিডিসি) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিআইডিসি) এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল, কোম্পানির জমি যেটিতে অ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং এফএন্ডবি এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে কোম্পানিকে ৩৩ বছরের জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে আরও দুটি মেয়াদের জন্য পুনর্নবীকরণ ধারা শর্ত সহ। এনসিএল-এর বিরুদ্ধে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে, তাদের হাতে থাকা কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এর ফলে, এতে উল্লেখিত জেএসএ অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের গভর্নর এবং কোম্পানির মধ্যে ৫.০৭.১৯৯১ তারিখের চুক্তির মাধ্যমে ৩৩ বছরের ইজারার প্রথম মেয়াদ ২৮.০২.২০২৩ -এ শেষ হয়েছে যা সেই তারিখ থেকে পুনর্নবীকরণের জন্য রয়েছে। তদনুসারে, যথাসময়ে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য উপরোক্ত চুক্তিগুলিকে আনুষ্ঠানিক করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইজারা চুক্তি পুনর্নবীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় আবেদন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সাথে ১১.১০.২০২২ তারিখের চিঠির মাধ্যমে করা হয়েছে, যা এই তারিখ পর্যন্ত কার্যকর করার জন্য মুলতুবি রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দ্বারা বলা হয়েছে, এটি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে এবং এর মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উপরে গৃহীত পদক্ষেপগুলির মুলতুবি ফলাফল, অপারেশন এবং সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিকে চলমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং উদ্বেগের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আর্থিক বিবৃতি তৈরি করা অব্যাহত রয়েছে।

৬. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষে
স্বা/-
রাজেশ রায়সিংহানী
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও
(DIN : 07137479)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১০.০২.২০২৫

ইডেনেই ফর্মে ফেরাল সূর্যকে, শতরানের মুখে রাহানেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যাচের আগে জানিয়েছিলেন, ইডেন গার্ডেন্স তাঁকে কখনও নিরাশ করে না। সূর্যকুমার যাদবের কথাই সত্যি হল। ইডেনেই ফর্মে ফিরলেন ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। হরিয়ানার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ৭০ রানের ইনিংস খেললেন। হরিয়ানার বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ২৯২ রানে এগিয়ে মুম্বই। ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকলে শতরানও পেতে পারতেন সূর্য। তবে লাল বলের ফরম্যাট হলেও তাঁর আগ্রাসী খেলা নজর কেড়েছে। মাত্র ৮৮ বল খেলেছেন সূর্য। আটটি চার এবং দু'টি ছয় মেরেছেন। শতরানের সামনে অজিঙ্ক রাহানেও। তিনি ৮৮ রানে অপরাজিত। দিনের শুরুতে নায়ক হয়ে ওঠেন কেকেআরে খেলে যাওয়া শার্দূল ঠাকুর। ৫৮ রানে ছয় উইকেট নেন তিনি। হরিয়ানার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩০১ রানে। শামস মুলানি এবং তনুশ কোটিয়ানও দু'টি করে উইকেট নিয়েছেন। তবে মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা ভাল হয়নি। ওপেনার আকাশ আনন্দ (১০) এবং আয়ুষ মাত্রে (৩১) রান পাননি। সিদ্ধেশ লাড (৪৩) শুরুটা ভাল করেও টিকে থাকতে পারেননি। ১১৬/৩ অবস্থা থেকে রাহানে এবং সূর্য মুম্বইয়ের হাল ধরেন। সূর্য শুরু থেকেই আগ্রাসী ছিলেন। ২৩ বলে ২৮ রান করে। সুমিত কুমারকে পর পর তিনটি চার মারেন। ১৪ ইনিংস পর অর্ধশতরান করেন সূর্যকুমার। তুলনায় রাহানে অনেক ধীরস্থির হয়ে খেলেছেন। তৃতীয় দিনের শেষে মুম্বইয়ের স্কোর ২৭৮/৪। অন্যান্য ম্যাচে, জম্মু ও কাশ্মীরের ২৮০ রানের জবাবে কেরল তুলেছে ২৮১। দ্বিতীয় ইনিংসে জম্মু ও কাশ্মীরের স্কোর ১৮০/৩। এগিয়ে ১৭৯ রানে। বিদর্ভের ৩৫৩ রানের জবাবে তামিলনাড়ু ২২৫ রানে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে বিদর্ভের স্কোর ১৬৯/৫। এগিয়ে ২৯৭ রানে। সৌরাষ্ট্রের ২১৬ রানের জবাবে গুজরাত ৫১১ রান তুলেছে। জয়মিত পটেল এবং উর্বিল পটেল শতরান করেছেন।

আরও একটি কলকাতা ডার্বি জিতল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার একটা কলকাতা ডার্বি। আবার মোহনবাগানের জয়। চলতি মরসুমে এই জিনিস খুবই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিনিয়র থেকে জুনিয়র, সব ধরনের ডার্বিতেই একচ্ছত্র দাপট সবুজ-মেরুনের। সোমবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের খেলায় ১-০ জিতেছে মোহনবাগান। ম্যাচে একটি বিতর্কিত পেনাল্টি পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল।

এ দিনের ডার্বিতে অবশ্য ইস্টবেঙ্গল খুব খারাপ খেলেনি। প্রথমার্ধে তাদের একটি শট বারে লেগে ফেরে। বলের নিয়ন্ত্রণও অনেকাংশে ছিল তাদের পায়ে। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ডান দিকে সতীর্থের ভাসানো ক্রসে গোল করেন টংসিন সিংহ। তাঁকে মার্ক করার জন্য কেউ ছিলেন না ধারেকাছে।

এর পরেই একটি পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। মুশারফের শট মোহনবাগান বক্সে 'হাতে' লাগে রাজ বাসফোরের। রেফারি পেনাল্টি দিলে মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা তাঁকে ঘিরে ধরেন। যদিও সিদ্ধান্তের বদল হয়নি। রিপ্লে-তে দেখা গিয়েছে, মুশারফের শট বাসফোরের বুকে লেগেছে। ধারাভাষ্যকারেরাও বলেন, সেটি হ্যান্ডবল দেওয়ার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। তবে পেনাল্টি থেকে জোসেফ জাস্টিনের শট পোস্টের অনেকটা বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

চলতি মরসুমে ১২টি ডার্বির মধ্যে ন'টিতেই জিতেছে মোহনবাগান। একটি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। দু'টি ডার্বি ড্র হয়েছে।

মধ্যমগ্রামে এমএলএ কাপের উদ্বোধনে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে মধ্যমগ্রামে এমএলএ কাপের উদ্বোধনে একেবারে চাঁদের হাট। রবিবার মধ্যমগ্রামের বসুনগর মাঠে চতুর্থ বছরের ফুটবল খেলার সূচনা করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। আটটি দলের টুর্নামেন্ট চলবে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এছাড়াও উদ্বোধনে হাজির ছিলেন প্রাক্তন খেলোয়াড় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলী, দেবজিৎ ঘোষ, আলভিটো ডি' কুনহা সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ছিলেন আইএফএ সভাপতি অনির্বাণ দত্ত, সিএবি'র পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

জাতীয় গেমসে টিটিতে জোড়া সোনা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি: উত্তরাখণ্ডে বাংলার পদক জয় অব্যাহত। টেবিল টেনিসে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে সোনা আনলেন সুতীর্থা-ঐহিকারা। অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্রকে ৩-১ ফলে জয় পেয়ে সোনা জিতল বাংলার মহিলা টেবল টেনিস দল। দলগত এই টেবিল টেনিসে অন্য ম্যাচে নামলেও, ফাইনালে অবশ্য নামেননি মৌমা দাস। তবে দল জেতায় তিনি খুশি। ম্যাচ শুরুর আগে দুই দলের প্রতিযোগীদের শুভেচ্ছা জানান আইওএ প্রেসিডেন্ট তথা কিংবদন্তি অ্যাথলিট পিটি উষা। আর ম্যাচ শেষে টেবিল টেনিসে বাংলার মেয়েদের সোনাজয়ী দলকে শুভেচ্ছা জানান বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী। একইসঙ্গে জাতীয় গেমসে বাংলার পুরুষদের টেবিল টেনিস দলও ফাইনালে পৌঁছেছিল। সেখানেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সোনা জয় করে বাংলার ছেলেরা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মহাকুম্ভের পথে ৩০০ কিমি যানজট, চরম দুর্ভোগে পুণ্যার্থীরা

প্রয়াগরাজ, ১০ ফেব্রুয়ারি: মহাকুম্ভের জনপ্রিয়তার জেরে সোমবার ৩০০ কিলোমিটার লম্বা নাভিশ্বাস ওঠা যানজটের সাক্ষী হল প্রয়াগরাজ। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি, কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়। ফলে লাগাতার হর্ন আর চিৎকার। যদিও তাতে করে লাভ হচ্ছে না কারও। এই ঘটনায় আরও একবার উত্তরপ্রদেশ সরকারের দিকে আঙুল উঠল। মহাকুম্ভে কোটি মানুষের ভিড় হবে, একথা জানা সত্ত্বেও কেন সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হল না? ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জেরে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড়' যানজটে পড়ে নাজেহাল হলেন পুণ্যার্থীরা। সব মিলিয়ে আগুন লাগা, পদপিষ্টের ঘটনার পর মহাকুম্ভের মহাযানজট নিয়ে ফের অস্বস্তিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মনে করা হচ্ছিল যে বসন্ত পঞ্চমীর অমৃতস্নানের পরে মহাকুম্ভে ভিড় কমবে, যদিও উলটো ঘটনা ঘটছে। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী নতুন করে কুম্ভের উদ্দেশে ট্রেন-বাস-বিমানে প্রয়াগরাজে হাজির হচ্ছেন। এর জেরেই নজিরবিহীন যানজটের সাক্ষী হল উত্তরপ্রদেশ। লম্বা লাইনে ছোট, বড় যাত্রিবাহী গাড়ির পাশাপাশি দেখা গেল পণ্যবাহী লরি, ট্রাক, এমনকি অ্যাম্বুল্যান্সও ফেঁসে যায় ভয়ংকর গাড়ির জটে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পর অনেকেই বাধ্য হয় ঘরমুখো হন। কর্তব্যরত পুলিশদের বলতে শোনা যায়, 'দয়া করে আর এগোনোর চেষ্টা করবেন না। ফিরে যান!'

এক সময় বিভিন্ন জেলায় নির্দেশ পাঠিয়ে পুলিশ প্রয়াগরাজের উদ্দেশে আসা গাড়িগুলিকে আটকায়। এমনকী প্রতিবেশী রাজ্য মধ্যপ্রদেশেও একই নির্দেশিকা পাঠানো হয়। যাতে করে ভিন রাজ্যের গাড়ি যানজট বাড়িয়ে না দেয়। এর পরেও অবশ্য ৩০০ কিমি যানজট এড়ানো যায়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যানজটে আটকে পড়া পুণ্যার্থীরা কেউ কেউ আট থেকে ১২ ঘণ্টা অবধি অপেক্ষা করেছেন। অনেকের বক্তব্য এটা 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় যানজট'।

এদিকে ভিড়ে চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থা প্রয়াগরাজ সঙ্গম স্টেশন চত্বরে। সব দিক বিবেচনা করে শুক্রবার পর্যন্ত প্রয়াগরাজ সঙ্গম স্টেশন বন্ধ রাখা হচ্ছে। বিরাট জ্যামের ছবি ও ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। যার পর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। আসরে নেমেছেন সমজাবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, যানজটে আটকে পড়া ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত তীর্থযাত্রীদের মানবিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা উচিত। পাশাপাশি এসপি প্রধানের কটাক্ষ, আগুন লাগা, পদপিষ্টে মৃত্যু এবং যানজটের ঘটনায় স্পষ্ট যে মহাকুম্ভ আয়োজনে ব্যর্থ হয়েছে যোগী সরকার।

রাজ্যসভায় জনসুমারির রিপোর্ট দাবি সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির বিধানসভা ভোটে শূন্যের হ্যাটট্রিক করার দু'দিনের মাথাতেই আবার জাতগণনার দাবি তুলল কংগ্রেস। সোমবার রাজ্যসভায় প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি জাতগণনা নিয়ে 'ধীরে চলো' নীতি নেওয়ার অভিযোগ তুললেন নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, '২০২১ সালের আদমসুমারির রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের অনেককেই এখনও খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী সরকারি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে না।'

সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেছিলেন বর্তমানে ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী খাদ্যসুরক্ষা আইনে সহায়তা করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের অন্তত ১৪ কোটি মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রসঙ্গত, প্রায় দু'বছর আগেই কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যেই জাতগণনার দাবি তোলা হয়েছিল। ২০২৩ সালে কর্নাটকে বিধানসভা ভোটের প্রচারে গিয়েই প্রথম জাতগণনার দাবি তুলেছিলেন রাহুল। গত বছর লোকসভা ভোটের প্রচারে তিনি বলেছিলেন, 'ক্ষমতায় আসার পরেই আমরা প্রথম কাজটি যা করব তা হল, দেশের ওবিসিদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য একটি জাতভিত্তিক গণনা করা। কারণ, তাঁদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানেন না।'

লোকসভা ভোটে 'জিতনি আবাদি, উতনা হক' স্লোগান তুলে ওবিসি এবং তপসিলি ভোট বেড়েছিল কংগ্রেসের। বর্তমানে সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তপসিলি জাতির সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ, তপসিলি জনজাতিভুক্তরা পান সাত শতাংশ সংরক্ষণ। ওবিসিরা পান ২৭ শতাংশ পর্যন্ত সংরক্ষণের সুবিধা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ওবিসি-দের জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকলেও আসলে জনসংখ্যায় তাদের হার বেশি। আসল সংখ্যা প্রকাশ্যে এলে ওবিসি কোটায় আরও সংরক্ষণের দাবি উঠবে। তাতে উচ্চবর্ণ বা জেনারেল ক্যাটেগরি এবং ওবিসি, দু'দিক থেকেই চাপে পড়বে বিজেপি। সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, ডেএমকে-র মতো 'ইন্ডিয়া' শরিকেরাও এই প্রশ্নে কংগ্রেসের পাশে রয়েছে।

লন্ডনের টিউব স্টেশনে বাংলা লেখা নিয়ে বিতর্ক

মন্তব্য করলেন এলন মাস্ক

লন্ডন, ১০ জানুয়ারি: পূর্ব লন্ডন গঠনে বাংলাদেশিদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে সেখানকার একটি টিউব স্টেশনে বসানো হয়েছিল বাংলা লেখা নামফলক। সে বছর তিনেক আগেকার কথা। হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের নাম লেখা দুটি ভাষায়, বাংলা ও ইংরাজিতে। আর তা নিয়েই সম্প্রতি আপত্তি তুলে বিতর্কে জড়িয়েছেন ব্রিটিশ এমপি রুপার্ট লোয়ি। এক্স হ্যান্ডলে তাঁর বক্তব্য, এটা লন্ডন, এখানে স্টেশনের নাম শুধু ইংরাজি, একমাত্র ইংরাজিতেই লেখা থাকবে। এবার লোয়ির বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে বিতর্ক আরও উসকে দিলেন 'টেক গুরু' এলন মাস্ক। লোয়ির পোস্টের নিচে তিনি লিখেছেন ছোট্ট শধ ইয়েস, তবে তার অর্থ যে আসলে কত বৃহৎ, তা বোঝাই যাচ্ছে। এনিয়ে চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে।

এলন মাস্ক মানেই যত বিতর্ক। নিজের কাজকর্ম তো বটেই, টেসলার কর্তার আশপাশের পরিমণ্ডলেও একাধিক বিতর্ক জন্ম নেয় মাঝেমধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বড় প্রিয় মানুষ। তাই তার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মাস্কের অভিবাদনের ভঙ্গিমা উসকে দিয়েছিল নাজি জমানাকে। তা নিয়েও যথেষ্ট শোরগোল হয়েছে। এবার সেই বিতর্কের তালিকায় সংযোজিত হল মাস্কের বাংলা বিরোধিতা। লন্ডনের মতো শহরে কেন বাংলায় লেখা? পরোক্ষে এই প্রশ্নও তুলে দিয়েছেন টেক জায়ান্ট।

হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনে বাংলার নামফলক নিয়ে দিন কয়েক আগে ব্রিটেনে গ্রেট এয়ারমাউথের এমপি রুপার্ট লোয়ি এক্স হ্যান্ডলে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, এটা লন্ডন, এখানে শুধু ইংরাজিতেই লেখা থাকা উচিত। এই পোস্টের নিচে অনেকে নানারকম তর্ক-বিতর্কে জড়িয়েছেন। আর মাস্ক শুধু লিখেছেন, 'ইয়েস'। তাতেই মোটের উপর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁর মনোভাব।

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় মূলত বাংলাদেশিদের বসবাস। ব্রিটিশ-বাংলাদেশিরা সেখানে কলোনি গড়ে তুলেছেন। আর তাঁদের সম্মানার্থেই ২০২২ সালে এই স্টেশনের নামে বাংলায় লেখা হয়। নীলের উপর সাদায় লেখা, হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশন। লন্ডন বেড়াতে গিয়ে তা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও সোশ্যাল মিডিয়ায় এর প্রশংসা করেছিলেন। অথচ রুপার্ট লোয়ি বা এলন মাস্ক সেই সুমধুর বাংলা ভাষা নিয়েই আপত্তি তুললেন! রুপার্ট লোয়ির বিরোধিতার চেয়েও মাস্কের সমর্থন বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের আঁচ আরও উসকে উঠল বলেই মনে করছেন।

OFFICE OF THE KHARGRAM GRAM PANCHAYET
(Under Khargram Panchayet Samity) Vill+P.O+P.S.-Khargram, Dist- Murshidabad,
TENDER NOTICE
Sealed Tender hereby invited vide NIT No. 14 **(NIET) /KGP/2025** (1st call) dated- **07/02/2025** by the Prodhan, **Khargram Gram Panchayat,** Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15TH CFC. Last Date of submission & sale of Tender Paper from **10/02/2025 up to 17hrs. to 18/02/2025 up to 17hrs.** Interested bidders may kindly visit G.P. notice board for details notice.
Sd/- Prodhan
Khargram Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/022(e)/2024-25 (3rd Call) Date: 10.02.2025
1. Repairing and Renovation Work at Uttarpara Girls High School, ward- 18. Bid Submission Closing Date-**28/02/2025.**
e-Tender No.: UKM/PWD/029(e)/2024-25 (2nd Call) Date: 10.02.2025
1.Repairing Of Toilt Block At Bhadrakali High School At Uttarpara- Kotrung Municipality Under PBSSM. Bid Submission Closing Date: **21/02/2025.**
e-Tender No.: UKM/PWD/031(e)/2024-25(2nd Call), Date: 10.02.2025
1. Repairing & Renovation Works at Outside of MahamayaSishu-O-Martimangol Kendra hospital Building in Ward No-09. Bid Submission Closing Date: **26/02/2025.**
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
NOTICE INVITING e –TENDER NO: WBMAD/ULB/ BM/PW/15th FINANCE/ NIT– 37/2024-2025
Memo No:-3542/PWD/BM/2024-2025,
Dated- 10.02.2025
Name of the Work:- - 7 (Seven) Nos. work- Sl. 1-7. Sl.1- 6: Submersible pump & Pipeline work in ward nos. 2, 10, 17 & 20 under Bolpur Municipality. Sl. 7: Installation of CCTV with necessary arrangements including electrical works and other allied works at Satima Carshed under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 20.02.2025. For details see Bolpur Municipality Notice Board & website : www.bolpurmunicipality.org
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৫/বি/৫৯১৩৬৫১, তারিখ ০৬.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (সিএইচজি), পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘর কাঁচরাপড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** ০২ (দুই) বছর ব্যাপী মেয়াদের জন্য জিইএম দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত জিএসটি এবং অন্যান্য চার্জ সমেত মোট ১৪,৮৭,৭৫১.৯২ টাকা মূল্যে ক্যারেজ ওয়ার্কশপ কমপ্লেক্স, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ও তৎসহ এক্সটেনশন ইয়ার্ড সমেত অংশের মাটি থেকে যান্ত্রিক উপায়ে কেটে, শেকড়শুদ্ধ উপড়ে জঙ্গল, ঝোপঝাড় এবং অবাঞ্ছিত ক্ষুদ্র গাছপালা অপসারণ এবং স্কেচ নং ১২৪৭/সিঅ্যান্ডডব্লু/কেপিএ অনুসারে (আনুমানিক) ১,২৯,৩২৪.৭৫ বর্গমিটার মোট এলাকার লনের ঘাস ছাঁটা এবং ওই একই অংশের আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যারেজ কমপ্লেক্স-এর অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট স্থানে অসংলগ্ন জঙ্গল, ঝোপঝাড়, আগাছা নির্মূল করার কাজ। **প্রদেয় বায়না অর্থঃ** ২৯,৮০০ টাকা অর্থাৎ অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্যের ২%। **ই-পিবিজি ঃ** পি.ও. মূল্যের ৫%। **টেন্ডারের অনুমিত মূল্য ঃ** ১৪,৮৭,৭৫১.৯২ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ০২ (দুই) বছর। **অনুমান সংক্রান্ত বিশদ ঃ** উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নোট নং এমসি/এসিএস-১২/ওটি/জেসিডব্লুসি/২৫ তারিখ ০১.০২.২০২৫ দ্বারা অনুমানের অনুমোদন প্রদত্ত হয়েছে। জিইএম সার্ভিস দরপ্রস্তাব নথি জিইএম সাইট (সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল https//gem.gov.in) এবং দর হার অনলাইনে প্রস্তাব করতে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ https//gem.gov.in -এর মাধ্যমে অনলাইনে দাখিল করতে হবে। **বি.দ্রঃ** এই পরিষেবা চুক্তিটি কোনো প্রকল্প সম্পর্কিত কাজ নয়, তাই এই পরিষেবা চুক্তিটিতে কোনো ইউনিক ওয়ার্ক আইডি পাওয়া যাবে না।
MISC-327/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIT No. 1218/PHE(C)/BMC,
Dated- 10/02/2025
e-Tender has been invited for AMC of Street Tap and sluice valve maintenance of water line at different wards under BMC.
For details, please **follow Tender Id 2025_MAD_813782_1 to 8 in www.wbtenders.gov.in,** Office Notice Board.
Last date of Bid submission- 25/02/2025 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Abridged Notice Inviting e-Tender
e-Tender Notice No- WBBIR/MDB/e-NIT/16/2024-2025
Block Dev. Officer, Md Bazar Dev. Block invites e-tender for 4 (four) nos. of works. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Dev. Officer
Md Bazar Dev. Block

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১১-১২-২৫, তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (ইঞ্জি)/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নে বর্ণিত **ডব্লুএলএমএস, ব্রিজ কাজের জন্য** ০২ (দু)টি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১১-২৫। কাজের বিবরণঃ** ৩ বছরের জন্য এএমসি সহ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিসনের দ্বারকেশ্বর নদীর ওপর খড়গপুর-বাঁকুড়া সেকশনের মাঝে কিমি. ২২৭/২৩-৩৭-তে ব্রিজ নম্বর ২৮৪-র ওপর ওয়াটার লেভেল মনিটরিং সিস্টেম-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৩,৭৩,৭৪০.৫৫ টাকা। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নংঃ ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১২-২৫। কাজের বিবরণঃ** আরসিসি জ্যাকেটিং দ্বারা ৮টি ব্রিজ নম্বর ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২২৪, ২২৮, ২৩০, ২৩২, ২৭৮-এর সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ১১,৬৮,৯৬,২০৯.২৮ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **০৭.০৩.২০২৫ বেলা ৩টা** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। উপরোক্ত ই-টেন্ডার সম্পর্কে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। (PR-1117)

ই-টেন্ডার নোটিশ
মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্যারাকপুর-II ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা
মেমো নং.-
MGP/73/24-25
তারিখ-০৭.০২.২০২৫
https://wbtenders.gov.in/
স্বা- প্রধান
মোহনপুর জিপি

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road,
Howrah-711101
E-TENDER
NIT No: E-TN/007/ A.E./Br-IV/ 24-25, Date : 10.02.2025
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **www.wbtenders.gov.in** Bid submission starting date **10.02.2025.** Bid submission closing date **18.02.2025.** **Sd/-**
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

Basudevpur Gram Panchayat
Basudevpur, Shankarpur, Daspur, Paschim Medinipur, 721211
NOTICE INVITING E-TENDER 1st Call
WBPMID/BASU/GP/NIT-41/24-25, Memo No-162,Date-06.02.2025,
WBPMID/BASU/GP/NIT-42/24-25, Memo No-163,Date-06.02.2025,
WBPMID/BASU/GP/NIT-43/24-25, Memo No-164,Date-06.02.2025,
Tender Throught inviting by the under singned from the bonafide and experienced contractor, Registred engineers co-opp socities & lobaur co-opp socities having credential of similar type of work at Basudevpur Gram Panchayat Under Daspur-I Panchayat Samiti. Bid Submission Start Date : **11/02/2025**. Bid Submission End Date : **17/02/2025** and Bid Opening Date : **20/02/2025.** For Details Plese Visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Basudevpur Gram Panchayat

e-Tender Notice
E-tender invited vide **NIT No. 13/SGP/15 CFC/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **15/02/2025 up to 12.00 pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.
Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৬৮-২০২৫-এনআইটি, টেন্ডার নং ঃ ইএল-এএসএন-সিওএন-টিআরডি-১৬৮-২০২৫, তারিখ ঃ ০৬.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি যাঁদের নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অর্থনৈতিক যোগ্যতা এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনে সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় মথুরাপুরে এসএসপি স্থানান্তরণ কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড সরঞ্জাম এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার এবং সুইচিং স্টেশন ইত্যাদি ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৯৬,৭৯৮.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৮১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে বা তার পূর্বে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' অনলাইনে পরিশোধের পর **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ এবং উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ টেন্ডার প্রস্তাব **www.ireps.gov.in** এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এই রূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। টেন্ডার নথিসমূহ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এই টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তিটি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-স্থিত নোটিসবোর্ডেও পাওয়া দেখা যাবে।
CON-85/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/GCM/NIT-35/2024-2025** for "Installation of 150 watt. LED Street Light with 8.50 Mtr. steel tubular pole & Supply & fixing of LED street lights in different places within Krishnanagar Municipality area under Green City Mission. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2025_MAD_813465_1 to 2025_MAD_813465_2**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

e-TENDER NOTICE
NIT no. **075/PM/PWD/2024-25,** Dated: **10/02/2025** for 1 No Civil Work, NIT no. **076/PM/PWD/2024-25,** Dated: **10/02/2025** for 1 No Civil Work and NIT no. **077/ PM/PWD/2024-25,** Dated: **10/02/2025** for 1 No Civil Work. Tender submission closing date for all above Tender **19/02/2025 at 10:00 hrs.** For details visit: **www.wbtenders.gov.in,** website: **www.pujalimunicipality.in,** office Notice Board.
Sd/- **Tapas Biswas**
Chairperson
Pujali Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/530/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Concrete Road from Shanti House to H/O Swapan Kumar Kayal Near Shanti Unnayan Committee in Ward No.-15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,37,210.00
WBMAD/ULB/ RSM/531/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Concrete Road from H/O Samar Das to H/O Jhulan Ghosh via H/O Mahadeb Halder at Natunpally in Ward No.-15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,314.00
WBMAD/ULB/ RSM/532/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Concrete Road Near Sila Naskar House at Tararbagan in Ward No.-09 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs 4,57,726.00
WBMAD/ULB/ RSM/533/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Concrete Road with culvert at G.P Mitra Road bye lane Near House of Kakali at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,79,540.00
WBMAD/ULB/ RSM/534/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Concrete Road with culvert at Singha Bari near House of Anup in Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,63,103.00
WBMAD/ULB/ RSM/535/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Brick pavement Road with Supporting wall at Mishrapara Road and Aghore Sarani Road bye Lane at Ward no-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,85,183.00
WBMAD/ULB/ RSM/536/24-25 Dated 07.02.2025	Construction of Concrete Road with culvert at G.P Mitra Road G.P Mitra Road near house of Sangita Naiya at Ward no-22, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,13,122.00

Bid Submission end date: **19.02.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি মামলায় বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের ভূমিকা, জটিলতা কাটিয়ে উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করা

বিশেষায়িত আদালত, বিশ্বব্যাপী অভ্যাস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির বিরোধগুলির ভবিষ্যৎ গঠন করছে

মালোবিকা সেন

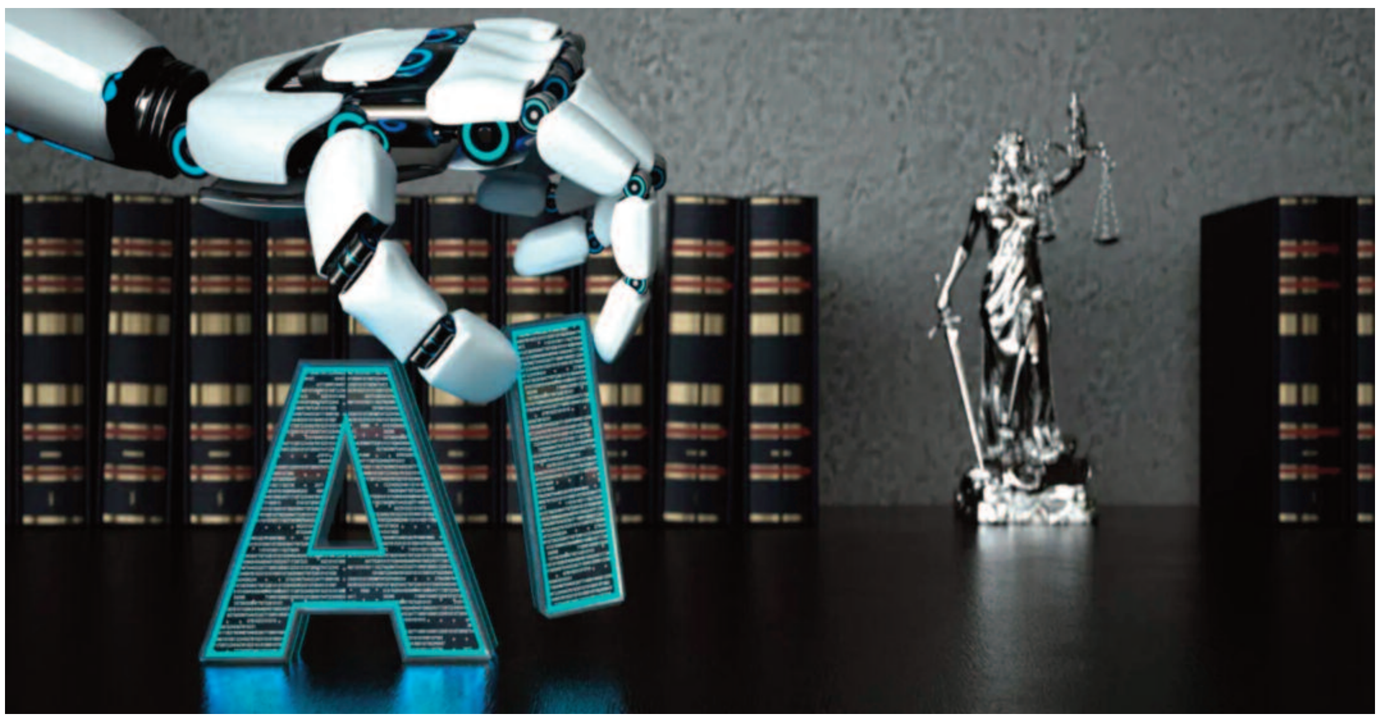

প্রস্তাবনা

আজকের উদ্ভাবনী অর্থনীতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (বৌদ্ধিক সম্পত্তি) আইন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উঠেছে, যেখানে সৃষ্টিকারী ও উদ্ভাবকদের অধিকার এবং সমাজের কাছে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির মামলাগুলির জটিলতাগুলির মধ্যে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে বিচারপতিরা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হন। বিভিন্ন দেশ এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করছে, এবং এখানে বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিগত উপদেষ্টা এবং এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর মতো উদীয়মান প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি মামলা-এ বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের ভূমিকা

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বিরোধগুলিতে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে পেটেন্ট, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা এবং কপিরাইটের ক্ষেত্রে। জটিলতা আসে যখন প্রযুক্তিগত বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যা সাধারণত আইনি পেশাদার বা বিচারকদের জ্ঞানের বাইরে থাকে। তবে, বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য নিরপেক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, পক্ষগুলি তাদের নিজের সুবিধার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে, যা কখনও কখনও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। আদালতকে এই সাক্ষ্যের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হয়।

ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য

ভারতে, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি মামলায় বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর অধীনে বিশেষজ্ঞের মতামতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে । ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, তভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মদ, ২০২৩ তে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থাগুলি আধুনিকীকরণ করেছে। এতে, বৈদ্যুতিন এবং ডিজিটাল সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর অধীনে বৈদ্যুতিন সাক্ষ্যের পরীক্ষক এর মতামতকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এটি আইনি পদ্ধতিতে ডিজিটাল তথ্যের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আদালতের সক্ষমতা বাড়িয়েছে।এছাড়া, এটি যেকোনো বিশেষায়িত জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে, যার ফলে আদালত গ্লোবাল প্রবণতা এবং উদীয়মান প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলির বিষয়ে আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কলকাতা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আদালত (আইপিডি)

বর্তমানে ভারতে বেশ কিছু উচ্চ আদালতে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (আইপি) বিভাগের (আইপিডি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে আইপি সম্পর্কিত মামলা সমাধান করা হয় আরও দক্ষতার সঙ্গে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লি উচ্চ আদালত, কলকাতা উচ্চ আদালত এবং মাদ্রাস উচ্চ আদালত। এই আইপি বিভাগের মাধ্যমে আদালতগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সহায়তা এবং দ্রুত নিষ্পত্তি প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। এরই মধ্যে, কর্ণাটকও তার নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছে, যা অন্যান্য উচ্চ আদালতের মতো আইপি মামলা সমাধানকে আরও কার্যকর এবং দ্রুত করতে সাহায্য করবে।দিল্লি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি আদালত প্রতিষ্ঠার পর, ভারতীয় অন্যান্য হাইকোর্টগুলোও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি মামলার জন্য বিশেষায়িত বিভাগ গঠন করেছে। কলকাতা হাইকোর্টের আইপিডি একটি নতুন উদ্যোগ, যা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য গঠন করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী অভ্যাস তুলনামূলক বিচারব্যবস্থা থেকে শেখার বিষয়

বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়।

- অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া আদালত 'হট-টাবিং' পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি (আইপি) ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনেক ধরনের মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে, বিরোধী পক্ষের বিশেষজ্ঞরা একসঙ্গে সাক্ষ্য দেন এবং বিচারকরা সরাসরি তাদের মতামত তুলনা করে দেখেন। এতে করে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একে অপরের বক্তব্যের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানো সম্ভব হয়, যা আরও স্বচ্ছ এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।
- যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্যের আদালত কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং প্রায়শই আদালতের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে, যাতে নিরপেক্ষ রায় প্রদান করা যায়। এই পদ্ধতিতে আদালত বিশেষজ্ঞদের নির্ধারণ করে যাদের কাছ থেকে আদালত নিরপেক্ষ এবং সঠিক তথ্য পায়, ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা বজায় থাকে।
- জাপান জাপানি আদালত বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের পরিবর্তে বিচারকরা নিজেই প্রযুক্তিগত বিষয়ে সহায়তা পাওয়ার জন্য বিচারক-প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিগত কর্মকর্তাদের নিয়োগ করে।
- ইউনিফায়েড পেটেন্ট কোর্ট ইউনিফায়েড পেটেন্ট কোর্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আদালত যা পেটেন্ট সংশ্লিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকরভাবে কাজ করে। এই আদালতের নীতি অনুসারে, বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিগত বিচারকরা পেটেন্ট মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হন। তারা নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের গভীর জ্ঞান এবং দক্ষতা নিয়ে মামলা সমাধান করেন, যাতে জটিল পেটেন্ট বিরোধগুলো দ্রুত এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।

বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য পরিচালনায় চ্যালেঞ্জ

পক্ষপাত, জটিলতা এবং খরচ হল বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ। পক্ষগুলির দ্বারা নিয়োগকৃত বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই পক্ষের স্বার্থে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন, যা প্রক্রিয়াটির নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ করে। এছাড়া, প্রযুক্তিগত বিষয়ে বিচারক এবং আইনজীবীরা বিশেষজ্ঞের মতামত যাচাই করতে সমস্যায় পড়তে পারেন, বিশেষত যখন বিষয়টি অত্যন্ত জটিল বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রয়োজন হয়। এর পাশাপাশি, বিশেষজ্ঞ সাক্ষীদের নিয়োগ প্রায়ই মামলার খরচ বাড়িয়ে দেয়, যা ছোট মামলাকারীদের জন্য একটি বড় বাধা হতে পারে, এবং এটি আইনি প্রক্রিয়ায় সমতার অভাব সৃষ্টি করতে পারে।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির বিরোধগুলো ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, এবং এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বয়ংক্রিয় পেটেন্ট বিশ্লেষণে অত্যন্ত দ্রুত এবং সঠিকভাবে কাজ করতে সক্ষম, যা বিশেষজ্ঞদের পেটেন্ট দাবী এবং পূর্ব আর্ট বিশ্লেষণে সহায়তা করতে পারে। একইভাবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পূর্ববর্তী মামলা থেকে প্যাটার্ন শনাক্ত করে এবং কোনো মামলার শক্তি বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করতে পারে, ফলে অযৌক্তিক মামলা কমানো সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের মতামতের বিপরীতে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রদান করতে পারে, যা প্রযুক্তিগত সাক্ষ্যের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সতর্কতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। নৈতিক বিষয়, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ঝুঁকি সুরক্ষিত করতে হবে, যাতে এই প্রযুক্তির ব্যবহার প্রক্রিয়ায় সঠিকতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা যায়।

উপসংহার

বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির মামলার একটি মূল স্তম্ভ, যা জটিল প্রযুক্তিগত বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। ভারতীয় বিচারব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে উন্নতি করছে, এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভ্যাসগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এই ক্ষেত্রটি আরও উন্নত হতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্যের ভূমিকা এবং তার পরিচালনার ক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রবণতা আরো কার্যকর এবং নিরপেক্ষ হতে পারে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির মামলা দ্রুত এবং সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করতে সাহায্য করবে।

লেখক: পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অব বিচারিক বিজ্ঞান ও গবেষণা (WBNUJS), কলকাতায় একটি শিক্ষক ও গবেষক। তিনি ২০২৩-২৫ সাল পর্যন্ত স্পাইসি আইপি স্বর্গীয় শ্রী শামনাদ বাশীর স্মৃতি গবেষণা ফেলোশিপের অধিকারী। তার পিএইচডি গবেষণার বিষয়বস্তু হলো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সাক্ষ্য ভূমিকা। তিনি আগে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেনের অধীনে বিচারকীয় আইন সহকারী ও গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি WBNUJS-এ শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন এবং বিশেষ করে প্রতিবন্ধী অধিকার আইন ও শ্রম আইন বিষয়ক পাঠদান করছেন।

বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির

এক নতুন সূচনা

৩ ফেব্রুয়ারি, সরস্বতী পূজার দিন, সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে 'বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির' নামে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা পড়ুয়াদের জন্য খুলে গেল ।

'বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির', শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর আরেকটি সিএসআর উদ্যোগ, এমন একজনের নামে নামকরণ করা হয়েছে যিনি তাঁর জীবদ্দশায় জ্ঞানের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন এবং যাদের জীবনকে তিনি ছুঁয়ে গিয়েছিলেন সেই অনুগামীদের তিনি নিরন্তর অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন।

এবছর সরস্বতী পুজোর দিন বাগদেবীর কাছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবীর আশীর্বাদকে পাথেয় করে আগামীর পথে এই নতুন স্কুলের যাত্রা শুরু হয়।

এই উপলক্ষে পায়রা মুক্ত করা হয় এবং স্কুলের পতাকা উত্তোলন করে নতুনের সূচনা হয়।

স্বামী সুপর্ণানন্দ জি মহারাজ, অধ্যক্ষ্য, ইনস্টিটিউট অফ কালচার, রামকৃষ্ণ মিশন, গোলপার্ক, কলকাতা অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

জুপিটার ওয়াগনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি শ্রী এম এল লোহিয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের দেবব্রত সরকার, কলকাতার গোয়েঙ্কা কলেজ অফ কমার্স- এর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ড. সুজিত রায়, বিশ্বযোগ-এর যোগীবিশ্ব, সুন্দরবন বিনোদপুর শিবম সোসাইটির সচিব ড দীপঙ্কর মণ্ডল।

এই উপলক্ষে এম এল লোহিয়া বলেন, 'এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সাহা পরিবার এই স্কুলটি দত্তক নিয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে আমি অংশীদার হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আগামী দিনেও এইভাবে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলাম।' এম এল লোহিয়া, একজন সফল উদ্যোগপতি যিনি জীবনে তাঁর লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে সফলতার শীর্ষে উঠেছেন। তাই তিনি ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য একজন আদর্শ রোল মডেল।

'এই পরিবার সর্বদা সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের আরেকটি মহৎ উদ্যোগে আমি এখানে উপস্থিত হতে পেরে এবং স্কুল দত্তক নেওয়ার জন্য আশীর্বাদ করতে পেরে আনন্দিত,' বলেন স্বামী সুপর্ণানন্দ জি মহারাজ। তিনি আরও বলেন, 'আমি এম এল লোহিয়াকে আশীর্বাদ করছি যিনি সারা বছর ধরে স্কুলের ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানাই সুন্দরবন বিনোদপুর শিবম সোসাইটিকে যারা এই বিদ্যা মন্দিরটি পরিচালনা করবেন।'

বেলা সাহার একমাত্র ছেলে, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, 'আমার মা বেলা সাহা সত্যিই শিক্ষার শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন যা তাঁকে পড়ালেখায় শ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। নিজের স্কুল জীবনে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করতেন। এরপর কলেজের পড়াশোনা শুরু করেন বিয়ের আঠারো বছর পরে ডিস্টিংশন পেয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। মা সবসময় মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্রী মুন সূত্রধর। যিনি নতুন দিল্লির মিরান্ডা হাউসে তাঁর সহপাঠীদের ছাড়িয়ে নিজের স্বপ্নপূরণ করেছিলেন ও বর্তমানে লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে নিজের সুযোগ করে নিয়েছে ।'

'বেলা সাহা সত্যিই অনেকের কাছে মাতৃতুল্য ছিলেন, যারা তাঁর ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছে, বিশেষ করে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য,' বলেন মেয়ে সুচরিতা রায়। তিনি আরও বলেন, 'মায়ের স্মৃতিতে নামকরণ করা এই স্কুলের সঙ্গে আমাদের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। তাই আমরা চেষ্টা করব এমনভাবে এই স্কুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যাতে 'বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যা মন্দির' নামের সার্থকতা বজায় থাকে।'

সন্তানের প্রতি উচ্চাশা এবং বাবা মায়ের কর্তব্য

ডাঃ শামসুল হক

নিজের সন্তানের প্রতি বাবা মায়ের কিছু না কিছু প্রত্যাশা থাকবেই থাকবে। কাঙ্ক্ষিত সেই আশা কিংবা ভরসা, তা যাই হোক না কেন সেই ইচ্ছের অধিকার যে তাঁদের আছে এবং থাকবেও সেই বিষয়ে একমত ও সকলে ।আর গুরুজনদের সেই ভাবনা আগেও ছিল। আছে এখনও। তোলা থাকবে ভবিষ্যতের জন্য ও । তবে দিন যত এগিয়ে চলেছে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে সেই ভাবনার গতি প্রকৃতিও । সোজা কথায় প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি কিছু চেয়ে ফেলছি আমরা । আর তার ই ফলস্বরূপ কার ও কার ও মনে দেখা দিচ্ছে কিছুটা হতাশাও ।

বিশেষজ্ঞ মহলের চোখেও পড়েছে সেইসব দৃশ্য। তাই এই বিষয়টা নিয়ে ভাবিত তাঁরাও । সীমা এবং অসীমের মাঝখানে যে আছে বিশাল একটা প্রাচীর অধিকাংশ অবিভাবক ই এখন ভুলতে বসেছেন সেই বিষয়টাও। তাই নিজেদের অজান্তেই তাঁরাও দিকভ্রষ্ট হয়ে উঠছেন এবং তার ই ফলস্বরূপ নিজেদের সন্তান সন্ততিদের কাছ থেকে তেমন প্রত্যাশিত সাফল্যের ছোঁয়াও দেখতে পাচ্ছেন না। বলাই বাহুল্য, একটা বাঁধনহারা আবেগ তাঁদের তখন এতটাই মোহময় করে তোলে যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে আশার চেয়ে অনেক বেশি কিছুই চেয়ে বসে থাকেন । আর তেমন উল্লেখযোগ্য ফলাফল না পেয়ে চরম হতাশায় কপাল চাপড়াতেও থাকেন।

করার কিছু না থাকলেও সেইসময় কিন্তু ভাবতে হবে অনেক কিছুই। একটা বিষয় প্রত্যেক অবিভাবককেই ভাবতে হবে যে, তাঁরা তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে আশার থেকে বেশি কিছু চেয়ে বসার কারণেই একটু বেশি চাপের মধ্যে থাকতে হয় তাদের এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটাই তাদের খারাপ ফলাফলের কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে বৈ কি। অত এব সন্তানদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা যেন কখন ই গগনচুম্বী না হয়।

একটা কথা প্রত্যেক অবিভাবকের ই ভাবা উচিত যে, প্রতিটা ঘরের সকলেই

কিন্তু সমান মেধা নিয়ে জন্মায় না। সুতরাং ঘরে ঘরেই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি তৈরি হবে সেটা ভাবাও ঠিক নয়। একজন পড়ুয়ার লেখাপড়ার গতিপথ কোন দিকে প্রবাহিত হবে সেটা নির্ধারণ করা খুবই জরুরি কিন্তু আবার কঠিন একটা কাজ ও । এই ব্যাপারে বাবা মায়ের নজর নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু সেইরকম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া একটু সমস্যাবহুল ই হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামতের পাশাপাশি তার ঘনিষ্ঠ শিক্ষকদের মতামত ও নেওয়া প্রয়োজন। তবে সব ব্যাপারে তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে কিন্তু আপনাকেই। শুধু কখন কোন মানুষের সহায়তা নিলে আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথটা সুগম হয়ে উঠবে সেটা ভাবতে হবে আপনাকেই।

তারপর আপনার সন্তান যে মুহূর্তে এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথের সন্ধান পাবে তখনই আপনাকে নিতে হবে যাবতীয় প্রস্তুতিও এবং সেটা নিতে হবে নিজের মনটাকে একেবারে খোলামেলা রেখেই। কারণ সেইসময় আপনার সন্তান হয়তো আপনার প্রত্যাশা পূরণে আপনাকে তেমনভাবে তুষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু সেজন্য তখন কার ও মনের মধ্যে যেন কোন রকম ক্ষোভের সৃষ্টিই না হয় । তখন যেটুকু আপনার প্রাপ্য ছিল সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতে হবে সেইটুকুই নিয়ে। আর একটা কথা কোনভাবে ভুললে চলবে না যে, তার সামনে এখনও পড়ে আছে অনেকখানি পথ। তাই একটু চেষ্টা করলেই অভীষ্ট লক্ষ্যের কাছে পৌঁছানো সম্ভব ও হতে পারে তার পক্ষে। আর সেজন্য সে যাতে শুধরে নিতে পারে তার অতীতের ভুল ভ্রান্তি সহ অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো খেয়াল রাখতে হবে সেইদিকেও। অত এব আর অযথা কালক্ষেপ নয়। কার ও উপর অযথা কোন দোষারোপ ও নয় । তাতে মঙ্গল হবে সকলের ই । এবার আপনাকেও প্রস্তুত হতে হবে। কারণ এই কাজে আপনার দায়িত্ব ও অনেক। কোন ভাবেই ভুললে চলবে না যে, আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত ই আপনার সন্তানকে পৌঁছে দিতে পারে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের ই দিকে।